হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

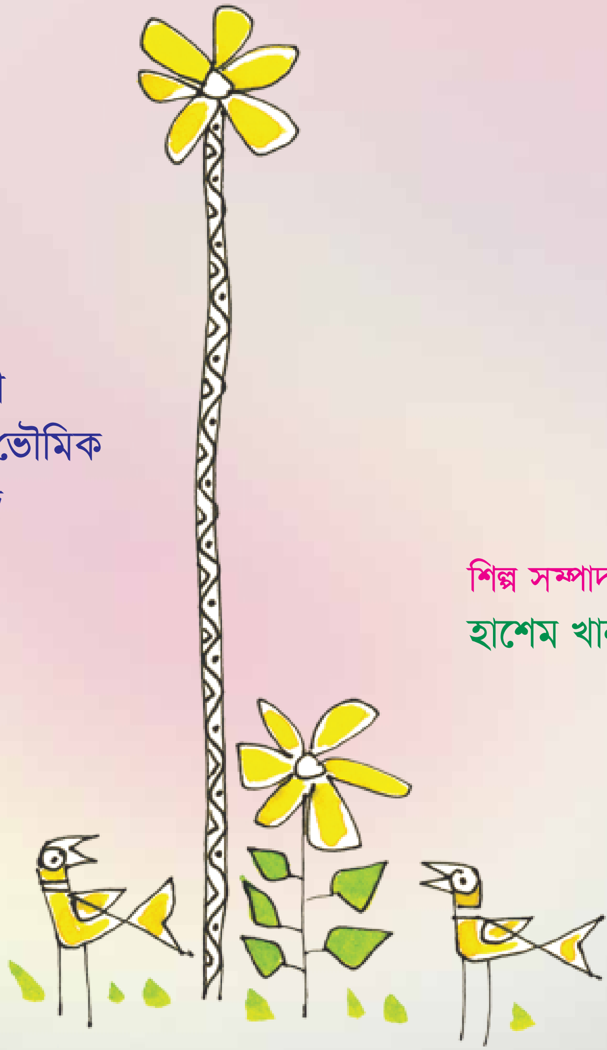

রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
প্রফেসর সুনীত কুমার ভদ্র
ড. অসীম সরকার

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

চিত্রাঙ্কন
কান্তিদেব অধিকারী

গ্রাফিক্স
বিপ্লব কুমার দাস

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে **হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, ধর্মশিক্ষা দানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নৈতিক গুণাবলি অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঈশ্বর সর্বশক্তিমান	১–৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	দেব-দেবী ও পূজা	৬–১৩
তৃতীয় অধ্যায়	মুনি-ঋষি ও ধর্মগ্রন্থ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	মুনি-ঋষি	১৪–২০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ধর্মগ্রন্থ	২১–২৯
চতুর্থ অধ্যায়	শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা	৩০–৩৪
পঞ্চম অধ্যায়	ত্যাগ ও উদারতা	৩৫–৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি	
প্রথম পরিচ্ছেদ	প্রতিজ্ঞা রক্ষা	৪০–৪৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	গুরুজনে ভক্তি	৪৫–৪৯
সপ্তম অধ্যায়	স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	স্বাস্থ্যরক্ষা	৫০–৫২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	আসন	৫৩–৫৬
অষ্টম অধ্যায়	দেশপ্রেম	৫৭–৬০
নবম অধ্যায়	মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র	৬১–৬৮

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

অপূর্ব সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবীর মানুষ, গাছ-পালা, নদ-নদী, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সবকিছুই সুন্দর। আমরা অবাক হয়ে যাই আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল সৃষ্টি দেখে। মনে প্রশ্ন জাগে, কে সৃষ্টি করল মানুষ, নদ-নদী, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, আকাশ-বাতাস সবকিছু? আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। কেবল পৃথিবীই নয়, পৃথিবীর বাইরেও যা কিছু আছে তার স্রষ্টাও ঈশ্বর।

নিসর্গ দৃশ্য

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনি নিজেই নিজের স্রষ্টা। তাই তিনি স্বয়ম্ভু।

কিন্তু ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন? ঈশ্বর তাঁর লীলা প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের লীলার একটি উদ্দেশ্য আনন্দ উপভোগ করা। জীব ও জগতের সৃষ্টিও ঈশ্বরের একটি লীলা। ঈশ্বর যা কিছু করেন সেটাই তাঁর লীলা। বিশ্বের সর্বত্র তাঁর লীলা প্রকাশিত। বিচিত্র তাঁর লীলা। বিচিত্র তাঁর সৃষ্টি।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অনাদি, অনন্ত এবং সকল গুণের অধিকারী। অপার তাঁর মহিমা। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ৷৷

অর্থাৎ হে অনন্তবীর্য (ঈশ্বর), তুমি অসীম বিক্রমশালী, তুমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাই তুমিই সব।

ঈশ্বরের সমান বা তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তিনি সকল জীব ও জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। তাই ঈশ্বরের প্রতি থাকতে হবে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস।

ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি বোঝায় এমন পাঁচটি শব্দ নিচের ছকে লিখি :

১।
২।
৩।
৪।
৫।

ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছেন। সকল জীবের মধ্যেই তিনি আত্মারূপে বিরাজ করেন। তিনি সবাইকে দেখেন। কিন্তু আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই না। তাঁর নানা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁকে বুঝতে পারি। কারণ সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরের রূপ প্রকাশিত। তাই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হলে ভালোবাসতে হবে সকল জীবকে, ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

গাছ-পালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি আমাদের অনেক উপকার করে। এ কারণে গাছ লাগাতে হবে এবং নিয়মিত তাদের পরিচর্যা করতে হবে। গাছ-পালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গসহ সকল জীবের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। এসব কাজের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়। পশু-পাখি, গাছ-পালাসহ সকল জীবকে যত্ন করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং তিনি আমাদের কল্যাণ করেন।

অতএব ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা — এরূপ বিশ্বাস মনেপ্রাণে ধারণ করে ঈশ্বর ও তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা আমাদের কর্তব্য। পশু-পাখি, গাছ-পালাসহ সকল জীবের যত্ন করা উচিত। এ নৈতিক শিক্ষা সব সময় আমরা মনে রাখব এবং সকল কাজে তা মেনে চলব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। অপূর্ব ____________ আমাদের এই পৃথিবী।
২। সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ____________ ।
৩। জীব ও জগতের সৃষ্টি ____________ একটি লীলা।
৪। ঈশ্বর এক এবং ____________ ।
৫। জীবকে ভালোবাসাই ____________ ভালোবাসা।
৬। নিয়মিত গাছ-পালার ____________ করতে হবে।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ঈশ্বর নিজেই	অনন্ত।
২। ঈশ্বর যা কিছু করেন	রূপবান।
৩। বিচিত্র তাঁর	সেটাই তাঁর লীলা।
৪। ঈশ্বর অনাদি	আর কেউ নেই।
৫। ঈশ্বরের সমান	নিজের স্রষ্টা।
৬। আমাদের প্রত্যেকের গাছ	লীলা।
	লাগানো উচিত।

২০২৩

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। সবকিছুর স্রষ্টা কে?

ক. রাজা　　খ. দেবতা
গ. ঈশ্বর　　ঘ. মানুষ

২। ঈশ্বরের লীলার একটি উদ্দেশ্য —

ক. ঐশ্বর্য প্রকাশ করা　　খ. আনন্দ উপভোগ করা
গ. দুঃখ ভোগ করা　　ঘ. ক্ষমতা প্রকাশ করা

৩। বিচিত্র ঈশ্বরের —

ক. ঐশ্বর্য　　খ. ক্ষমতা
গ. খেলা　　ঘ. লীলা

৪। ঈশ্বর কেমন?

ক. সর্বশক্তিমান　　খ. শক্তিহীন
গ. মানুষের সমান　　ঘ. দেবতার সমান

৫। আমাদের পালনকর্তা কে?

ক. দেবতা　　খ. ঈশ্বর
গ. গুরু　　ঘ. শিক্ষক

৬। ঈশ্বর জীবের মধ্যে কিরূপে অবস্থান করেন?

ক. মনরূপে　　খ. দেহরূপে
গ. আত্মারূপে　　ঘ. মস্তিষ্করূপে

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। কী দেখে আমরা অবাক হই?
২। ঈশ্বরকে স্বয়ম্ভূ বলা হয় কেন?
৩। কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়?
৪। ঈশ্বরের রূপ কীভাবে প্রকাশিত হয়?
৫। গাছ-পালা, পশু-পাখি আমাদের জন্য কী করে?
৬। কী করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন?
২। ঈশ্বরের লীলা বলতে কী বোঝায়? লীলা প্রকাশের জন্য ঈশ্বর কী করেন?
৩। ‘ঈশ্বর সর্বশক্তিমান’ — ব্যাখ্যা কর।
৪। ঈশ্বরের সৃষ্টি এত সুন্দর কেন?
৫। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা উচিত কেন?
৬। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা

আমরা জানি, ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। আমরা আরও জানি, দেব-দেবীদের পূজা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। আমাদের মঙ্গল করেন। আর দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

আমরা এখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা এ চারজন দেব-দেবী ও তাঁদের পূজা সম্পর্কে জানব :

ব্রহ্মা

ব্রহ্মা ঈশ্বরের একটি রূপ। ঈশ্বর যে-রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। সুতরাং ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা। সৃষ্টি করা তাঁর কাজ। বিশ্বের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মা আমাদের দিয়েও অনেক কিছু সৃষ্টি করান। সেসব সৃষ্টির মূলেও রয়েছে ব্রহ্মার কৃপা।

ব্রহ্মার চার হাত, চার মুখ। তাঁর বাম দিকের দুইহাতে আছে কমণ্ডলু ও ঘৃতপাত্র। ডান দিকের দুইহাতে আছে ঘি ঢালার চামচ ও অক্ষমালা। ব্রহ্মার গায়ের রং রক্ত-গৌর অর্থাৎ লালচে ফর্সা। হংস তাঁর বাহন। লালপদ্ম তাঁর আসন। ব্রহ্মার পূজা করলে আমাদের মঙ্গল হয়।

ব্রহ্মাপূজার নির্দিষ্ট তারিখ নেই। তিথি গণনা করে ব্রহ্মাপূজার দিন ঠিক করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার মন্দির আছে। সেখানে বিশেষভাবে ব্রহ্মার পূজা হয়। ব্রহ্মা লাল ফুল ভালোবাসেন। তাই ব্রহ্মাপূজায় লাল ফুল দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা

২০২৩

ফুল, ফল, ধূপ-দীপ দিয়ে আমরা ব্রহ্মার পূজা করি। পূজার পর তাঁর প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করি।

ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্র

নমোহস্তু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম
জগৎসবিত্রে ভগবন্নমস্তে।
সপ্তার্চিলোকায় চ ভূতলেশ
সর্বান্তরস্থায় নমো নমস্তে ॥

অর্থ : হে ভগবান বিশ্বেশ্বর, বিশ্বধাম, জগতের সৃষ্টিকারী, তোমাকে নমস্কার। হে পৃথিবীপতি, সপ্ত সূর্যরশ্মির আশ্রয়, সকলের অন্তরে অবস্থানকারী, তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার।

বিষ্ণু

বিষ্ণু ঈশ্বরের একটি রূপ। ঈশ্বর বিষ্ণুরূপে আমাদের পালন করেন। তাই বিষ্ণু পালনকর্তা।

বিষ্ণুর চার হাত। চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। উপরের বাম হাতে শঙ্খ, ডান হাতে চক্র। নিচের বাম হাতে গদা, ডান হাতে পদ্ম। চাঁদের আলোর মতো বিষ্ণুর গায়ের রং। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি।

বিষ্ণুপূজার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। যে-কোনো দিন বিষ্ণুপূজা করা যায়। তুলসীপাতা বিষ্ণুর খুব প্রিয়। তাই তুলসীপাতা ছাড়া বিষ্ণুপূজা হয় না। বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব।

বিষ্ণুর আর এক নাম নারায়ণ। তিনি দুষ্টদের দমন করেন। সৎ ব্যক্তিদের পালন করেন। ন্যায়

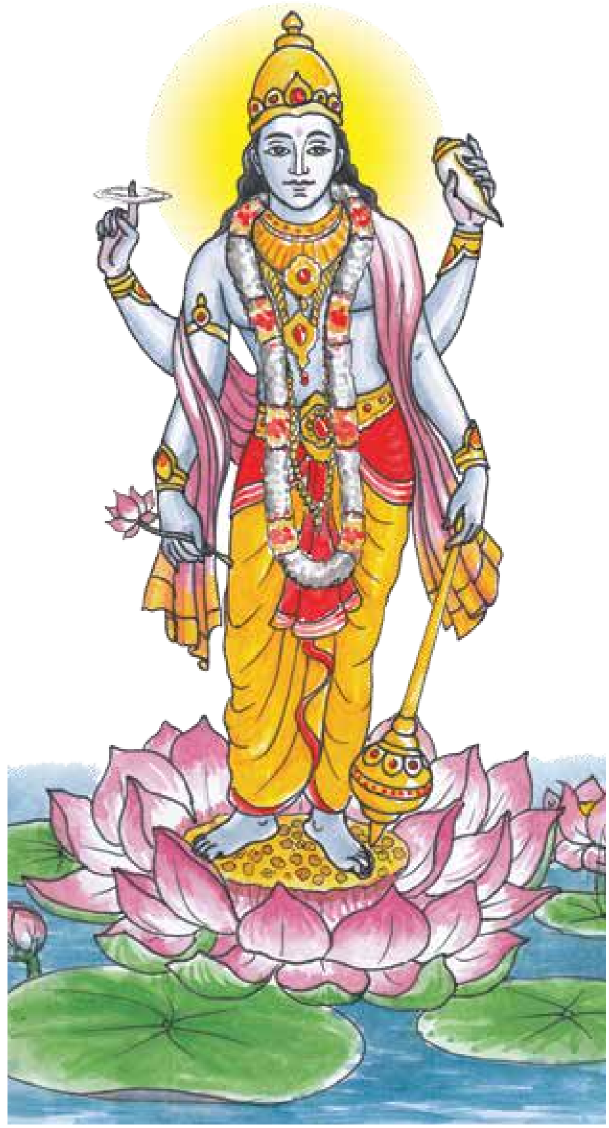

বিষ্ণু

২০২৩

ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে এবং তাঁর পূজা করলে পাপ দূর হয়। হৃদয় পবিত্র হয়।

সকল পূজার সময় বিষ্ণুর নাম স্মরণ করে তাঁর পূজা করা হয়। আমরা ভক্তিভরে বিষ্ণুর পূজা করি। পূজা করে তাঁর কাছে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। পূজা শেষে তাঁকে নির্দিষ্ট প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করি।

বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

অর্থ : ব্রহ্মণ্যদেবকে অর্থাৎ বিষ্ণুকে নমস্কার। পৃথিবী, ব্রাহ্মণ এবং জগতের হিতকারী বা মঙ্গলকারী কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে বারবার নমস্কার করি।

শিব

ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। তাঁর ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। কিন্তু ঈশ্বরের যেকোনো সৃষ্টির আয়ুর সীমা আছে। আয়ু শেষ হলে তার ধ্বংস হবেই। মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা সবকিছুই ধ্বংস হয়। তবে আত্মা থেকে যায়। ঈশ্বর আবার নতুন করে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর যে-রূপে ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। শিব আমাদের মঙ্গলের জন্য অশুভকে ধ্বংস করেন। শিবের অনেক নাম– রুদ্র, পশুপতি, মহাদেব, আশুতোষ, ভোলানাথ, বৈদ্যনাথ, নটরাজ ইত্যাদি।

শিব

শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তাঁর তিনটি চোখ; তৃতীয় চোখটি কপালে থাকে। তাঁর মাথায় জটা। কপালের উপরের দিকে বাঁকা চাঁদ। হাতে থাকে দুটি বাদ্য যন্ত্র – ডমরু ও শিঙ্গা। ত্রিশূল তাঁর প্রধান অস্ত্র। শিবের পরণে বাঘের চামড়া। ষাঁড় শিবের বাহন।

যেকোনো সময়ে শিবের পূজা করা যায়। তবে বিশেষভাবে শিবপূজা করা হয় ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে। এই তিথিকে শিবচতুর্দশী এবং এ রাত্রিকে শিবরাত্রি বলে। শিবের উপাসকেরা শৈব নামে পরিচিত।

বেলপাতা শিবের খুব প্রিয়। তাই শিবপূজায় বেলপাতার অবশ্যই প্রয়োজন। শিবের পূজা করলে অশুভ ধ্বংস হয়। আমাদের মঙ্গল হয়।

শিবের পূজা শেষে আমরা তাঁর প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করি।

শিবের প্রণাম মন্ত্র

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

অর্থ : তিন কারণের (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের) হেতু শান্ত শিবকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর, তুমিই গতি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি।

দুর্গা

দুর্গা শক্তির দেবী। সকল শক্তির মিলিত রূপ দুর্গা। তাঁর অনেক নাম, অনেক রূপ। যেমন – মহামায়া, ভগবতী, চণ্ডী, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি। দুর্গম নামে এক অসুরকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। তিনি জীবের দুর্গতি নাশ করেন। এজন্য তাঁর আরেক নাম দুর্গতিনাশিনী।

অতসী ফুলের মতো গাঢ় হলুদ দুর্গার গায়ের রং। পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর তাঁর মুখ। তাঁর তিনটি চোখ। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। একটি চোখ কপালের মাঝখানে। তাঁর মাথার একপাশে বাঁকা চাঁদ। দেবী দুর্গার দশ হাত। তাই তাঁর আরেক নাম দশভুজা। দশ হাতে তাঁর দশটি অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

আমাদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী দুর্গার কাহিনী আছে। সেখান থেকে জানা যায়, দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছেন। তাই তাঁর এক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। তিনি আরও অনেক অসুরকে বধ করেছেন। দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করা হয়।

২০২৫

শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। এজন্য দুর্গাপূজাকে শারদীয়া পূজাও বলে। বসন্তকালেও দুর্গাপূজা হয়। একে বাসন্তীপূজা বলা হয়।

দুর্গাকে সর্বমঙ্গলা বলা হয়। কারণ তিনি সকল প্রকার মঙ্গল করেন। দুর্গা দেবী আমাদের শক্তি দেন। সাহস দেন। দুর্গানাম স্মরণ করলে সকল বিপদ দূর হয়। তাই যাত্রাকালে দুর্গা, দুর্গা বলতে হয়।

দুর্গাপূজা শেষে আমরা তাঁর প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করি।

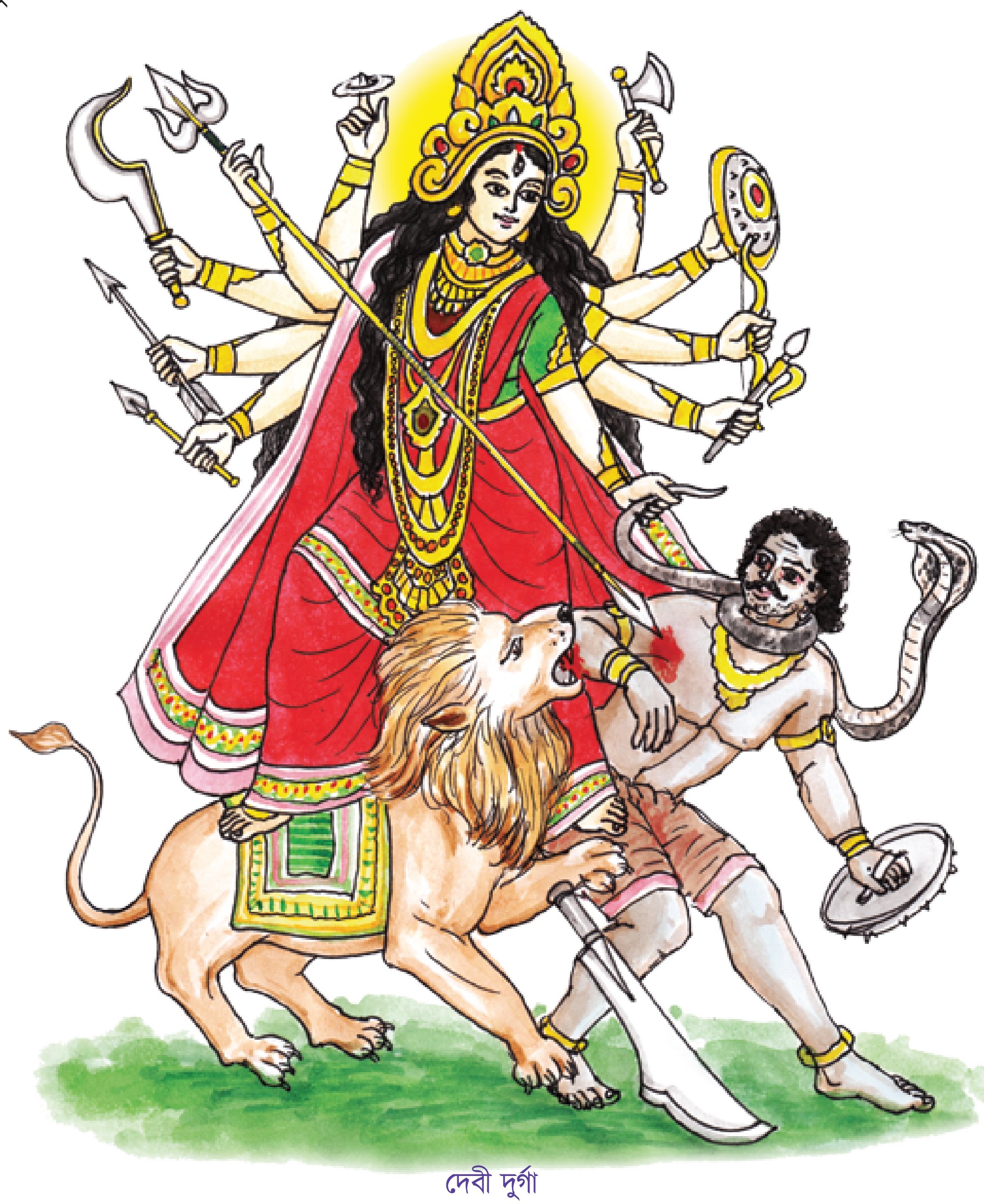

দেবী দুর্গা

দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্র

সর্বমঙ্গল-মঙ্গাল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তু তে ॥

অর্থ : হে সর্বমঙ্গলদায়িনী, কল্যাণময়ী, সর্বার্থপ্রদানকারিণী, আশ্রয়-স্বরূপিণী, ত্রিনয়না, হে গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। ব্রহ্মার প্রিয় ফুলের রং	
২। বিষ্ণুর প্রিয় পাতা	
৩। শিবের প্রিয় পাতা	
৪। কোথাও যাত্রাকালে বলতে হয়	

ব্রহ্মার আশীর্বাদে আমরা সৃষ্টির কাজে প্রেরণা পাই। বিষ্ণুকে পূজা করে পবিত্র হই। বিষ্ণুর কাছে প্রেরণা পেয়ে আমরা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হই। শিব যেমন আমাদের মঙ্গল করেন, তেমনি আমরাও অন্যের মঙ্গল করার জন্য উৎসাহিত হই। দুর্গা দেবীর প্রেরণায় শক্তি পাই। সাহস পাই। এ-সকল দেব-দেবীর পূজার এই শিক্ষা আমরা আমাদের আচার-আচরণে প্রকাশ করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ব্রহ্মা ___________ করেন।
২। বিষ্ণু আমাদের ___________ করেন।
৩। যাঁরা বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁদের বলা হয় ___________।
৪। শিবের উপাসকদের ___________ বলা হয়।
৫। শিবের বাহন ___________।
৬। দুর্গাপূজায় ___________ পাঠ করতে হয়।

২০২৫

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ঈশ্বরের সাকার রূপ	দুর্গাপূজা করা হয়।
২। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য	অতসী ফুলের মতো গাঢ় হলুদ।
৩। শরৎকালে	দমন করেন।
৪। বিষ্ণু দুষ্টদের	আশুতোষ।
৫। যাত্রাকালে	দুর্গা, দুর্গা বলতে হয়।
৬। শিবের আরেক নাম	দেব-দেবী।
	পূজা করা হয়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। ব্রহ্মার বাহন কী?

ক. পেঁচা খ. ইঁদুর
গ. হংস ঘ. ময়ূর

২। দুর্গা কিসের দেবী?

ক. বিদ্যার খ. সৃষ্টির
গ. ধন-সম্পদের ঘ. শক্তির

৩। সকল পূজার শুরুতে কোন দেবতার নাম স্মরণ করতে হয়?

ক. দুর্গার খ. বিষ্ণুর
গ. শিবের ঘ. ব্রহ্মার

৪। শিবের হাতের একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম —

ক. ডমরু খ. ঢাক
গ. ঢোল ঘ. করতাল

৫। দুর্গার হাত কয়টি?

ক. সাতটি খ. আটটি
গ. নয়টি ঘ. দশটি

২০২২

৬। শক্তির উপাসকদের কী বলে?

ক. বৈষ্ণব খ. শাক্ত

গ. শৈব ঘ. গাণপত্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। ঈশ্বর যখন কোনো রূপ ধারণ করেন তখন তাঁকে কী বলে?

২। চারজন দেব-দেবীর নাম লেখ।

৩। ব্রহ্মার বাম দিকের দুই হাতে কী কী থাকে?

৪। বিষ্ণু কাদের দমন করেন?

৫। কোন তিথিতে শিবপূজা করা হয়?

৬। দুর্গাকে ত্রিনয়না বলা হয় কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ব্রহ্মার বর্ণনা দাও।

২। বিষ্ণুর রূপ বর্ণনা কর।

৩। বিষ্ণুর পূজা করলে কী ফল লাভ হয়?

৪। শিবের প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ লেখ।

৫। দেবী দুর্গার বর্ণনা দাও।

৬। দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

মুনি-ঋষি ও ধর্মগ্রন্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুনি-ঋষি

প্রাচীনকালে অনেক ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে অরণ্যে বসে ঈশ্বরের তপস্যা করতেন। তাঁদের কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তাঁরা তপস্যার দ্বারা লোভ-লালসা জয় করেছিলেন। তপস্যায় তাঁরা বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্ম সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁদের বলা হয় মুনি।

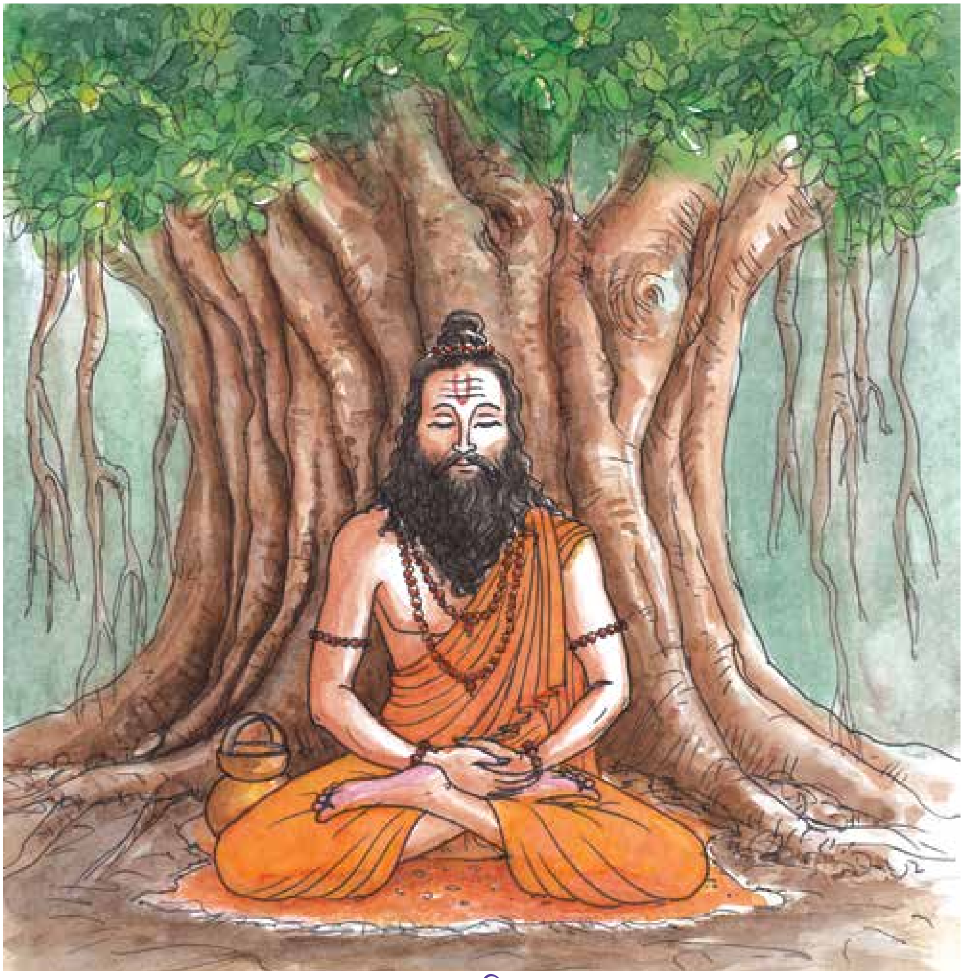

মুনি

২০২৫

যেসব মুনি তপস্যাবলে বেদমন্ত্র প্রকাশ করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো ঋষি। বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় মন্ত্র। মুনি-ঋষিরা ছিলেন সেকালের শিক্ষক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের উদ্ভাবক। কয়েকজন বিখ্যাত মুনি-ঋষি হলেন – অত্রি, কশ্যপ, গৌতম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কণ্ব, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি।

মুনি-ঋষিদের সম্পর্কে তিনটি বাক্য নিচের ছকে লিখি :

১।
২।
৩।

ঋষিদের সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সাতটি শ্রেণি হলো - ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, কাণ্ডর্ষি, শ্রুতর্ষি ও রাজর্ষি।

ব্রহ্মর্ষি – ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে যাঁদের বিশেষ জ্ঞান আছে তাঁরা ব্রহ্মর্ষি। যেমন — বশিষ্ঠ।

দেবর্ষি – যিনি দেবতা হয়েও ঋষি তিনি দেবর্ষি। যেমন – নারদ। দেবর্ষি স্বর্গে বাস করেন।

মহর্ষি – ঋষিদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ও মহান তাঁরা মহর্ষি। যেমন – ব্যাসদেব।

পরমর্ষি – পরম ব্রহ্মকে যিনি দর্শন করেছেন তিনি পরমর্ষি। যেমন – পৈল।

কাণ্ডর্ষি – বেদের দুটি কাণ্ড — কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে যাগ-যজ্ঞের কথা। আর জ্ঞানকাণ্ডে আছে জ্ঞানের কথা, ব্রহ্মের কথা। বেদের কোনো কাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞানী ঋষিদের বলা হয় কাণ্ডর্ষি। যেমন – জৈমিনি বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রুতর্ষি – বেদ ঈশ্বরের বাণী। ঋষিরা তপস্যা করে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন। কিন্তু এভাবে সকল ঋষি বেদমন্ত্র লাভ করেননি। কেউ কেউ অন্য ঋষির কাছ থেকে শুনেছেন। যাঁরা শুনে শুনে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন তাঁরাই শ্রুতর্ষি। যেমন – সুশ্রুত।

রাজর্ষি – রাজা হয়েও যিনি ঋষি তিনি রাজর্ষি। তিনি ঋষির মতো জ্ঞানী। ঋষির মতো আচরণ করেন। যেমন – রাজা জনক।

২০২৩

মুনি-ঋষিদের অনেক গুণ। তাঁরা সবসময় সকলের মঙ্গল কামনা করেন। জগতের মঙ্গল

কামনা করেন। জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁরা নিজের জীবনও দান করতে পারেন। তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক জ্ঞানের কথা জানতে পাই। বিশ্বের সকলের মঙ্গলের কথা পাই। আমরাও তাঁদের মতো জ্ঞানী হবো। তাঁরা যেমন সকলের মঙ্গল করেছেন, আমরাও তেমনি সকলের মঙ্গল করব।

এখানে আমরা দুইজন ঋষির কথা জানব।

ঋষি বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র একজন বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গাধি। গাধি কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। বিশ্বামিত্রের পিতামহের নাম ছিল কুশিক। এজন্য বিশ্বামিত্র কৌশিক নামেও পরিচিত ছিলেন।

বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয়। রাজপুত্র। তিনি রাজাও ছিলেন। কিন্তু কঠোর তপস্যা করে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ব্রহ্মার বরে তিনি রাজর্ষি হন। তারপরে হন ব্রহ্মর্ষি।

একবার রাজা বিশ্বামিত্র শিকারে গিয়েছিলেন। সঙ্গে অনেক সৈন্য-সামন্ত। ঘুরতে ঘুরতে সবাই খুব পরিশ্রান্ত। ক্ষুধার্ত। পিপাসার্ত। কাছেই ছিল ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন। বশিষ্ঠের একটি কামধেনু ছিল। তার কাছে যা চাওয়া হয়, তা-ই পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ কামধেনুর সাহায্য নিলেন। সবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হলো। অনেক মজাদার খাবার। সসৈন্য বিশ্বামিত্র খেয়ে-দেয়ে খুব খুশি হলেন। সকলের ক্লান্তি দূর হলো।

বিশ্বামিত্র কামধেনুর ক্ষমতা দেখে খুব অবাক হলেন। মনে মনে তিনি কামধেনুটি কামনা করলেন। বশিষ্ঠের কাছে তিনি তাঁর ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। বিনিময়ে এক হাজার গাভী দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু বশিষ্ঠ সম্মত হলেন না। কিছুতেই তিনি কামধেনু দেবেন না। তখন বিশ্বামিত্র জোর করে কামধেনুটি নিতে গেলেন। কামধেনু হাম্বা হাম্বা করতে লাগল। কামধেনুর ক্ষমতায় অনেক সৈন্যের সৃষ্টি হলো। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা হেরে গেল। এবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে আক্রমণ করলেন। একটার পর একটা বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের কিছু হলো না। তিনি ব্রহ্মদণ্ড দিয়ে বিশ্বামিত্রের বাণ নষ্ট করে দিলেন।

বিশ্বামিত্র পরাজিত হলেন। তাঁর অনেক সৈন্য নিহত হলো। তাঁর শক্তির উপর খুব অহংকার ছিল। সেই অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর ধারণা ছিল – ক্ষত্রিয়রা সবচেয়ে শক্তিশালী।

২০২৫

ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ হলো যুদ্ধ করা। রাজ্য রক্ষা করা। আর ব্রাহ্মণদের কাজ হলো তপস্যা করা। যাগ-যজ্ঞ করা। সেই তপস্যাশক্তির কাছে অস্ত্রশক্তি পরাস্ত হলো। বিশ্বামিত্র তাই ব্রাহ্মণের তপস্যাকেই শ্রেষ্ঠ শক্তি মনে করলেন।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। বিশ্বামিত্রের আরেক নাম	
২। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছ থেকে নিতে চেয়েছিলেন	
৩। বশিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধে বিশ্বামিত্র	

বিশ্বামিত্র তাঁর রাজ্য ছেড়ে দিলেন। চলে গেলেন তপস্যায়। তাঁর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতেই হবে। এটা তাঁর প্রতিজ্ঞা। তিনি কঠোর তপস্যা করলেন। তাঁর তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলেন। ব্রহ্মার বরে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন। হলেন ব্রহ্মর্ষি। তিনি তখন তপোবনে বাস করেন। ঋষি হিসেবে তাঁর খুব নাম। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

বিশ্বামিত্রের মতো আমরাও সকল কাজে যত্নশীল হবো। মানুষের মঙ্গল করব। তাঁর জীবন থেকে আমরা গ্রহণ করব ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার শিক্ষা।

বিদুষী গার্গী

বেদে অনেক নারী ঋষির নাম পাওয়া যায়। যেমন –গার্গী, ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি।

তখন চিকিৎসাবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির চর্চা হতো। স্রষ্টা, সৃষ্টি, আত্মা, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানকে বলা হতো ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্ম থেকেই জীব ও জগতের সৃষ্টি হয়, একেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। সেকালে নারীরাও ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা করেছেন। তাঁদের মধ্যে গার্গী অগ্রগণ্য ছিলেন। লোকে তাঁকে বলত বিদুষী গার্গী, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।

গার্গীর ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। একবার মিথিলার রাজা জনক এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে অনেক জ্ঞানী-গুণী উপস্থিত ছিলেন। বহু মুনি-

২০২৫

ঋষিও ছিলেন। বিদুষী গার্গীও সেখানে গিয়েছিলেন। এই যজ্ঞে অনেক দান-দক্ষিণা করা হয়। তাই এর নাম 'বহুদক্ষিণ যজ্ঞ'।

রাজা জনক ঘোষণা করলেন, 'এ যজ্ঞ সভায় যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁকে আমি এক সহস্র গাভী দান করব।'

জনকের এই ঘোষণা শুনে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী দাবি করে সহস্র গাভী গ্রহণ করার কথা বললেন। কিন্তু সবাই তা বিনাবাক্যে মেনে নিলেন না।

অনেকের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের বিতর্ক হলো। ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিতর্ক। যাজ্ঞবল্ক্যকে অনেক প্রশ্ন করা হলো। যাজ্ঞবল্ক্যও সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বিদুষী গার্গী ছাড়া অন্য সবাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। একের পর এক প্রশ্ন। যাজ্ঞবল্ক্যও প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। গার্গীর বিষয় ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল। এক পর্যায়ে তাঁর প্রশ্নের বিষয় হলো ব্রহ্মজ্ঞান।

যাজ্ঞবল্ক্য তখন গার্গীকে থামতে বললেন। কারণ বেদে প্রশ্ন করার একটা সীমা নির্দেশ করা আছে। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাই তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ। তিনিই জনকের দান গ্রহণ করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী হলেও গার্গীর জ্ঞানও কম ছিল না। তাই সবাই তাঁকে ব্রহ্মবাদিনী বলে স্বীকার করে নিলেন। জানালেন অভিনন্দন।

আজও আমরা তাঁকে স্মরণ করি। শ্রদ্ধা করি।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র এবং বিদুষী গার্গীর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, বাহুবলের চেয়ে তপোবল বড়। অস্ত্র বলের চেয়ে জ্ঞানবল বড়। যথার্থ জ্ঞানে জ্ঞানী হলে নারী-পুরুষে কোনো ভেদ থাকে না। জ্ঞান অর্জন করলে নারী-পুরুষ উভয়ই সমাজে সমাদর লাভ করেন। অতএব, আমরাও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করব।

২০২৫

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মুনি-ঋষিরা অরণ্যে বসে ___________ তপস্যা করতেন।
২। মুনিরা ধর্ম সম্পর্কে অনেক ___________ লাভ করেছিলেন।
৩। বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় ___________ ।
৪। বিশ্বামিত্র ___________ নামেও পরিচিত ছিলেন।
৫। আমরাও বিশ্বামিত্রের মতো মানুষের ___________করব।
৬। ব্রহ্মবিদ্যায় ___________ গার্গী ছিলেন অগ্রগণ্য।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। বশিষ্ঠ ছিলেন একজন →	কামধেনু।
২। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছ থেকে নিতে চেয়েছিলেন	গার্গী।
৩। যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন	ত্যাগী।
৪। মুনি-ঋষিরা ছিলেন	ব্রহ্মর্ষি।
৫। মুনি-ঋষিদের কাছে আমরা শিখি	কষ্টসহিষ্ণুতা।
	মৈত্রেয়ী।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। ঋষিদের কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে?

ক. চারটি খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি ঘ. সাতটি

২। মুনি-ঋষিরা কেন তপস্যা করেছেন?

ক. ধনী হওয়ার জন্য খ. রাজা হওয়ার জন্য
গ. মানুষের মঙ্গল করার জন্য ঘ. নিজের আনন্দের জন্য

২০২৪

৩। বহুদক্ষিণ যজ্ঞে কী করা হতো?

ক. অনেক দান করা হতো　　খ. যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হতো
গ. আর্তের সেবা করা হতো　　ঘ. আত্মীয়দের খাওয়ানো হতো

৪। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ও বিদুষী গার্গীর জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পাই —

ক. বাহুবল বড়　　খ. জনবল বড়
গ. অস্ত্রবল বড়　　ঘ. তপোবল বড়

৫। ব্রহ্মবাদিনী বলতে আমরা কাকে বুঝি?

ক. যিনি জ্ঞানচর্চা করেন　　খ. যিনি ব্রহ্মচিন্তা করেন
গ. যিনি ব্রহ্মলোকে বাস করেন　　ঘ. যিনি ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। মহর্ষি বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
২। যেকোনো দুই শ্রেণির ঋষির বর্ণনা দাও।
৩। যাজ্ঞবল্ক্য সহস্র গাভী গ্রহণের দাবি করলেন কেন?
৪। কী নিয়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও বিদুষী গার্গীর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল?
৫। পাঁচজন মুনি-ঋষির নাম লেখ।
৬। পাঁচজন নারী ঋষির নাম লেখ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। কাদের মুনি-ঋষি বলা হতো?
২। বিশ্বামিত্র রাজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন?
৩। বিশ্বামিত্র কোন ঋষির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন? কেন?
৪। যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্য ঋষিরা শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলেন কেন?
৫। ঋষি গার্গী কেন বিখ্যাত হয়েছিলেন?
৬। মুনি-ঋষির আদর্শ আমরা অনুসরণ করব কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মগ্রন্থ

আমরা জানি, ধর্মগ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে। ঈশ্বরের কথা থাকে। অন্যান্য জ্ঞানের কথাও থাকে। মানুষের মঙ্গলের কথা থাকে। জীবকে সেবা করার কথা থাকে। অনেক উপদেশ থাকে। এই উপদেশগুলো মেনে চললে আমাদের মঙ্গল হয়।

আমরা এও জানি, বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ এবং বেদ ছাড়া হিন্দুধর্মের আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমন – উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা রামায়ণ সম্পর্কে জেনেছি। এবার মহাভারত সম্পর্কে জানব।

মহাভারত

মহাভারত একখানা বিশাল গ্রন্থ। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন ব্যাসদেব। তাঁর মূল নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কাশীরাম দাস বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন।

মহাভারতের মূল কাহিনী কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক কাহিনী-উপকাহিনী। হিন্দুরা রামায়ণের মতো মহাভারতকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। নিত্য মহাভারত শোনে। পাঠ করে। মহাভারতের কথা অমৃতের ন্যায়। তা শুনলে পুণ্য হয়। তাই কাশীরাম দাস বলেছেন —

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিশাল মহাভারত কয়েকটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশকে বলা হয় পর্ব। মহাভারতে মোট আঠারোটি পর্ব আছে। পর্বগুলো হলো –

(১) আদি পর্ব (২) সভা পর্ব (৩) বন পর্ব (৪) বিরাট পর্ব (৫) উদ্যোগ পর্ব (৬) ভীষ্ম পর্ব (৭) দ্রোণ পর্ব (৮) কর্ণ পর্ব (৯) শল্য পর্ব (১০) সৌপ্তিক পর্ব (১১) স্ত্রী পর্ব (১২) শান্তি পর্ব (১৩) অনুশাসন পর্ব (১৪) আশ্বমেধিক পর্ব (১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব (১৬) মৌসল পর্ব (১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব এবং (১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব।

(১) আদি পর্ব

অনেক কাল আগের কথা। ভারতবর্ষে হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। এক সময় তার রাজা ছিলেন শান্তনু। শান্তনুর তিন ছেলে – দেবব্রত, চিত্রাঙ্গাদ ও বিচিত্রবীর্য। দেবব্রত বড়। কিন্তু তিনি এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন – বিয়ে করবেন না এবং সিংহাসনেও বসবেন না। এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্য তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। চিত্রাঙ্গাদ অল্প বয়সে মারা যান। তাই শান্তনুর পর বিচিত্রবীর্য রাজা হন। তাঁর দুই ছেলে – ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। তাই বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম দুর্যোধন। দুর্যোধনদের বলা হয় কৌরব। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে। বড় ছেলের নাম যুধিষ্ঠির। এঁদের বলা হয় পাণ্ডব। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হলো। কিন্তু দুর্যোধন তা মেনে নিলেন না। তিনি পাণ্ডবদের মেরে ফেলার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা রক্ষা পেয়ে যান। পরে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দান করলেন। খাণ্ডবপ্রস্থ হলো পাণ্ডবদের রাজ্য।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। দুর্যোধনদের বলা হয়	
২। যুবরাজ হলেন	
৩। পাণ্ডবদের রাজ্য হলো	

(২) সভা পর্ব

পাণ্ডবদের রাজ্যছাড়া করার জন্য দুর্যোধন নতুন ফন্দি আঁটলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানালেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে গেলেন। শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা স্ত্রী দ্রৌপদীসহ বনবাসে গেলেন।

(৩) বন পর্ব

পাণ্ডবরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে বারো বছর কেটে গেল। এরপর তাঁরা ছদ্মবেশে প্রবেশ করলেন বিরাট রাজার রাজ্যে।

(৪) বিরাট পর্ব

পাশা খেলায় পাণ্ডবদের জন্য একটা শর্ত ছিল। বারো বছর বনবাসে কাটানোর পরে এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। তাই বিরাট রাজ্যে তাঁরা এক বছর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন।

২০২৫

(৫) উদ্যোগ পর্ব

পাণ্ডবরা শর্ত পূরণ করে দ্রৌপদীসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন না। যুধিষ্ঠির তখন পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি গ্রাম চাইলেন। দুর্যোধন তাও দিলেন না। কৃষ্ণ উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তখন পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষ যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করল।

(৬) ভীষ্ম পর্ব

হস্তিনাপুরের কাছে কুরুক্ষেত্র নামে একটি প্রান্তর ছিল। সেখানেই পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে। দুপক্ষই প্রস্তুত। কৌরবদের সেনাপতি ভীষ্ম। আর পাণ্ডবদের সেনাপতি অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষে গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুনের মন বিষাদগ্রস্ত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, আত্মীয়-স্বজনরাই যদি না থাকে তাহলে সেই রাজ্যে সুখ কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বলেন—এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে তাতে পাপ হয় না। এতে অর্জুনের মন শান্ত হয়। তিনি যুদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশসমূহ পৃথকভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত।

দশদিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ভীষ্মের শরীরে এত শর নিক্ষিপ্ত হয় যে, তাঁর দেহ মাটিতে পড়ে না। তিনি শরের উপর শুয়ে থাকেন। একেই বলে ‘ভীষ্মের শরশয্যা’।

(৭) দ্রোণ পর্ব

ভীষ্মের পর কৌরব পক্ষের সেনাপতি হন দ্রোণাচার্য। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়। অর্জুন একদিকে যুদ্ধে ব্যস্ত। অন্যদিকে দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করেন। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু তার মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি একা। অপরদিকে সাতজন রথী একসঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করেন। অভিমন্যু নিহত হন। এতে অর্জুন ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে দ্রোণাচার্য নিহত হন। এতে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা ভীষণ ক্রুদ্ধ হন।

(৮) কর্ণ পর্ব

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ কৌরবদের সেনাপতি হন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। কর্ণের হাতে অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবদের সবাই পরাজিত হন। অন্যদিকে ভীমের হাতে দুর্যোধনের ভাইয়েরা একে একে নিহত হতে থাকেন। তারপর এক পর্যায়ে অর্জুনের হাতে কর্ণ নিহত হন।

(৯) শল্য পর্ব

কর্ণের পর কৌরবদের সেনাপতি হন রাজা শল্য। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধে। এক পর্যায়ে যুধিষ্ঠিরের হাতে শল্য নিহত হন। সহদেবের হাতে নিহত হন দুর্যোধনের মামা শকুনি। দুর্যোধন পালিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে থাকেন। এ-কথা জানতে পেরে পাণ্ডবরা সেখানে যান। তাঁরা দুর্যোধনকে অনেক তিরস্কার করেন। দুর্যোধন হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসেন। ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ শুরু হয়। ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভেঙে যায়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ

(১০) সৌপ্তিক পর্ব

সুপ্ত শব্দের অর্থ ঘুমন্ত। এই পর্বে অশ্বত্থামা ঘুমন্ত পাণ্ডব সৈন্যদের হত্যা করেন। তাই এই পর্বের নাম হয় সৌপ্তিক পর্ব।

অশ্বত্থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গভীর রাতে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করেন। একে একে তিনি অনেককে হত্যা করেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকেও তিনি হত্যা করেন পঞ্চপাণ্ডব ভেবে। কিন্তু পাণ্ডবরা ঐ শিবিরে ছিলেন না। অশ্বত্থামা পাঁচ পুত্রের মাথা নিয়ে আহত দুর্যোধনের নিকট যান। দুর্যোধন বুঝতে পারেন এরা পাণ্ডব নন। পঞ্চপাণ্ডবের পুত্র। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। দুঃখে-কষ্টে তাঁর মৃত্যু হলো। দ্রৌপদী পুত্রশোকে হাহাকার করতে লাগলেন। পাণ্ডব শিবিরে শোকের ছায়া নেমে এলো।

(১১) স্ত্রী পর্ব

আঠারো দিন পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে কেউই বেঁচে নেই। হস্তিনার ঘরে ঘরে শুধু কান্না। কৌরব স্ত্রীগণসহ ধৃতরাষ্ট্র এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁরা আত্মীয়দের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক বোঝালেন। তারপর মৃতদেহের সৎকার করে সকলে গেলেন গঙ্গার তীরে। সেখানে সকলে মৃতদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিলেন। গান্ধারী পুত্রশোকে পাগলের ন্যায় হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বোঝালেন।

(১২) শান্তি পর্ব

এবার যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ার পালা। কিন্তু তিনি রাজা হতে চাইলেন না। কারণ এত লোক হত্যা করে রাজা হওয়ার ইচ্ছে তাঁর নেই। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অনেক বোঝালেন। অনেক উপদেশ দিলেন। তাঁর মন শান্ত হলো। তিনি রাজা হলেন। তারপর গেলেন ভীষ্মের কাছে এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীষ্মও তাঁকে অনেক উপদেশ দিলেন।

(১৩) অনুশাসন পর্ব

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে ধর্ম, শান্তি প্রভৃতি সম্পর্কে জানলেন। ভীষ্মকে শরশয্যায় রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে যুধিষ্ঠির খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন। ভীষ্ম তাঁকে বললেন, এতে তোমার কোনো দোষ নেই। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তুমি সেই ধর্ম পালন করেছ। এরপর তিনি

২০২৫

যুধিষ্ঠিরকে অতিথিসেবা, আত্মশক্তি, গুরুভক্তি, সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন, কারণ তাঁর ছিল ইচ্ছামৃত্যু।

(১৪) আশ্বমেধিক পর্ব

ভীষ্মের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠে যুধিষ্ঠির রাজকার্যে মনোযোগ দিলেন। ব্যাসদেবের পরামর্শে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এক বছর ধরে যজ্ঞের অশ্ব বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে এলো। অশ্বের সঙ্গে ছিলেন অর্জুন এবং সৈন্য-সামন্ত। অনেক রাজার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হলো। সকলকে তিনি পরাজিত করলেন। সকল রাজাকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানানো হলো। মুনি-ঋষি, আত্মীয়-স্বজনসহ বহু লোকের সমাগম হলো। সকলে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করলেন।

(১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে সকলে সুখেই ছিলেন। দেখতে দেখতে পনেরো বছর কেটে গেল। এমন সময় একদিন ধৃতরাষ্ট্র বললেন তিনি বনে যাবেন। পাণ্ডবগণ বনে না যাওয়ার জন্য তাঁকে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তে অটল। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, কুন্তী ও সঞ্জয় বনে চলে গেলেন। বিদুর কঠোর তপস্যায় দেহত্যাগ করেন। তারপর একদিন দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী পুড়ে মারা যান। আর সঞ্জয় হিমালয়ে চলে যান।

(১৬) মৌসল পর্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ছত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। যদুবংশের লোকদের বলা হতো যাদব। যদুবংশ ধ্বংসের কারণ যাদবরাই। একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব এবং নারদ দ্বারকায় এলেন। তখন কয়েকজন যাদব মহর্ষিদের প্রতারণা করার ফন্দি আঁটেন। তাঁরা শাম্বকে মহিলা সাজিয়ে মহর্ষিদের বললেন, দেখুন তো, এর ছেলে না মেয়ে হবে? মহর্ষিগণ প্রতারণা বুঝতে পারলেন। তাঁরা বললেন, 'এর পেট থেকে একটা লোহার মুসল বের হবে এবং তার দ্বারাই যদুবংশ ধ্বংস হবে।' এই মুসলের কারণেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে যদুবংশ ধ্বংস হয়। সেই শোকে বলরাম প্রাণ ত্যাগ করেন। আর বনের মধ্যে এক ব্যাধের শরে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। এই 'মুসল' থেকেই এ পর্বের নাম হয় 'মৌসল পর্ব'।

২০২৫

(১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব

যদুবংশ ধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুতে পাণ্ডবরা খুব কষ্ট পেলেন। তাঁরা অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে দ্রৌপদীসহ রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁরা হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন। পথে একে একে দ্রৌপদী ও চার ভাইয়ের মৃত্যু হলো। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র এলেন যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন, তিনি দ্রৌপদী এবং ভাইদের ছেড়ে স্বর্গে যাবেন না। দেবরাজ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, স্বর্গে তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে। অতঃপর যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গেলেন।

(১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব

স্বর্গে গিয়েও যুধিষ্ঠিরের মন ভালো নেই। দেবরাজ সেটা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর ভাইদের কাছে নিয়ে যেতে দেবদূতদের আদেশ দিলেন। তাঁরা তখন নরকে। কারণ সামান্য পাপ করলেও কিছু-না-কিছু নরক ভোগ করতে হয়। যুধিষ্ঠির নরকে গিয়ে নরকবাসীদের ভীষণ কষ্ট দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে নরকবাসীদের কষ্ট দূর হয়ে গেল। তিনি দ্রৌপদী, চার ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের নিয়ে তিনি স্বর্গে গেলেন।

আমরা সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনী শুনলাম। এ কাহিনী অমৃত সমান। মহাভারতের মূল কথাই হচ্ছে, সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়। সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। 'যথা ধর্ম তথা জয়।' কখনই কেবল নিজের সুখ কামনা করতে নেই। সকলকে নিয়ে সুখী হওয়াই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের জীবনেও আমরা তাই দেখতে পাই। আর অধর্ম আচরণ করলে তার বিনাশ হয়। দুর্যোধন তথা কৌরবদের জীবনে তা-ই ঘটেছিল। আমরা সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে থাকব। এই নৈতিক শিক্ষাই আমরা মহাভারত থেকে পাই। তাই আমরা সবাই মহাভারত পড়ব এবং এর শিক্ষা জীবনে কাজে লাগাব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মহাভারত একটি ____________ ।
২। সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচনা করেছেন ____________।
৩। মহাভারতের মূল কাহিনী ____________ যুদ্ধ।
৪। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন ____________।
৫। কুরু-পান্ডবের যুদ্ধে ____________ অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন।
৬। যেখানে ধর্ম, সেখানেই ____________ ।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়	বিচিত্রবীর্য।
২। শান্তনুর পর রাজা হন	কাজে লাগাব।
৩। অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন	পরাজয়।
৪। অসত্যের হয়	উপদেশ।
৫। কুরু ও পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল মোট	আঠারো দিন।
৬। মহাভারতের শিক্ষা আমাদের জীবনে	শ্রীকৃষ্ণ।
	ধনদৌলত।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। কে বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন?

ক. কাশীরাম দাস   খ. কৃত্তিবাস
গ. চণ্ডীদাস   ঘ. জ্ঞানদাস

২। মহাভারতে কয়টি পর্ব আছে?

ক. দশটি   খ. বারোটি
খ. ষোলটি   ঘ. আঠারোটি

২০২২

৩। পাণ্ডুর ছেলেদের কী বলা হয়?

ক. পাণ্ডব   খ. কৌরব
গ. পৌরব   ঘ. সৌরভ

৪। পাণ্ডবরা কতো বছর বনবাসে ছিলেন?

ক. আট   খ. দশ
গ. বারো   ঘ. চৌদ্দ

৫। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ নিলেন কেন?

ক. সত্য রক্ষার জন্য   খ. ধর্ম রক্ষার জন্য
গ. সম্পদ রক্ষার জন্য   ঘ. বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য

৬। মহাভারত থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

ক. ধর্মের জয় হয়   খ. শক্তির জয় হয়
গ. ধনদৌলতের জয় হয়   ঘ. বুদ্ধিমানের জয় হয়

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। মহাভারতের পাঁচটি পর্বের নাম লেখ।
২। যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ হিসেবে কে মেনে নিলেন না? কেন?
৩। মহাভারতের একটি পর্বকে সৌপ্তিক পর্ব বলা হয় কেন?
৪। পাণ্ডবরা কেন বনে যেতে বাধ্য হন?
৫। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে কী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন?
৬। পাণ্ডবদের রাজত্বকালে কুন্তী কাদের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের কী উপকার হয়?
২। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।
৩। যদুবংশ কীভাবে ধ্বংস হয়?
৪। 'ভীষ্মের শরশয্যা' বলতে কী বোঝ?
৫। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বিষয়বস্তু কী?
৬। মহাভারতের প্রধান শিক্ষা কী?

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা শব্দটির একটি অর্থ সম্মান জানানো, ভক্তি করা বা ভালোবাসা। শ্রদ্ধার আরেকটি অর্থ আস্থা বা বিশ্বাস। শ্রদ্ধা করা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মেরও অঙ্গ।

মানবিক বা নৈতিক গুণ হিসেবে শ্রদ্ধার গুরুত্ব রয়েছে। শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত দেখা দেয় এবং সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়। সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

সহনশীলতা

সহনশীলতাও শ্রদ্ধার মতোই একটি নৈতিক গুণ। সহনশীলতাও ধর্মের অঙ্গ। সহনশীলতার অপর নাম সহিষ্ণুতা। সহনশীলতার মানে হলো সহ্য করার ক্ষমতা। হিন্দুধর্মে একে তিতিক্ষাও বলা হয়েছে। সহনশীলতা না থাকলে সমাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। ঐক্য বা শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। সমাজে শান্তি থাকে না। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে সহনশীলতার গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে।

শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা না থাকলে নানা মত ও পথের মানুষ একসঙ্গে চলতে পারত না। শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার অভাবে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ও অশান্তি। সুতরাং ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মতো মানবিক ও নৈতিক গুণের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনেক দেশ নিয়ে আমাদের পৃথিবী। প্রতিটি দেশে রয়েছে অনেক মানুষ। তারা তাদের নিজ নিজ ধর্ম বা মত অনুসারে চলে। পৃথিবীর সব মানুষ এক। কিন্তু সকলের মত বা পথ এক নয়। ধর্মবিশ্বাস ও জীবনযাপন প্রণালি ভিন্ন-ভিন্ন। মানুষ নানাভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে। এক অঞ্চলের একই ধর্মের লোকদের মধ্যেও ধর্মপালন, বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান উদযাপনে পার্থক্য রয়েছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুধর্ম পালন করেন। পৃথিবীতে আরও অনেক ধর্ম আছে। এগুলোর মধ্যে চারটি প্রধান ধর্ম হলো – ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্ম ।

হিন্দুরা ঈশ্বরের নাম কীর্তন করেন। ফুল, বেলপাতা, চন্দন ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধের পূজা করেন। মুসলমানেরা নামাজ পড়েন। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের ও যীশুর গুণগান করেন।

বাংলাদেশেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। যেমন – হিন্দুরা দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, শিবরাত্রি ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধপূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাতে বোনা বস্ত্র দান) প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা বড়দিন, ইস্টার স্যাটার ডে, ইস্টার সান ডে প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, ঈদে মিলাদুন্নবি প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন।

ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি :

১।
২।
৩।
৪।

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান আলাদা হলেও সকল ধর্মই সত্য। সকল ধর্মই বলে : সত্য কথা বলবে, সৎ পথে চলবে, চুরি করবে না, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রাখবে ইত্যাদি।

নিজেদের উপাসনালয়কে হিন্দুরা বলেন মন্দির, বৌদ্ধরা বলেন মঠ বা মন্দির বা প্যাগোডা, খ্রিষ্টানেরা বলেন গির্জা আর মুসলমানেরা বলেন মসজিদ। নামে আলাদা হলেও সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য এক – আর তা হলো উপাসনা। পথ ভিন্ন হলেও সকল ধর্মের উদ্দেশ্যও এক। আর তা হলো – স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন এবং জগৎ ও জীবনের মঙ্গল প্রার্থনা।

উদ্দেশ্য এক হলেও মত ও পথের ভিন্নতা রয়েছে। নিজের মত ও পথের প্রতি বা ধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ, আর অন্যের মত, পথ বা ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসহনশীলতা ক্ষতিকর। কারণ তা ডেকে আনে বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতা।

অন্য ধর্ম ও মতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসহনশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতায় রূপ নেয়। তখন সমাজে অস্থিরতা ও অশান্তি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতাই পারে সাম্প্রদায়িকতা দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে।

আমরা হানাহানি চাই না। সাম্প্রদায়িকতা চাই না। আমরা চাই সম্প্রীতি, চাই ঐক্য, চাই শান্তি-শৃঙ্খলা। আর এজন্য দরকার পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা।

এ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা কেবল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই থাকতে হবে তা নয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, নারী ও পুরুষ, বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যেও চাই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। তা না হলে সমাজে শান্তি থাকবে না। মানুষ কষ্ট পাবে।

আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাই কাউকে কষ্ট দেওয়া মানে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া। এ কারণে আমরা কাউকে কষ্ট দেব না। আমরা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হব। সকল সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানাব। অন্যদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে আমরাও সানন্দে যোগদান করব। তাহলে আমরা সম্প্রীতির মধ্যে, শান্তির মধ্যে, আনন্দের মধ্যে সকলে মিলে-মিশে বসবাস করতে পারব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। শ্রদ্ধা কথাটির অর্থ ____________ জানানো।
২। শ্রদ্ধা করা একটি নৈতিক ____________।
৩। সহনশীলতা ধর্মের ____________।
৪। বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের পরস্পরের প্রতি ____________ হওয়া আবশ্যক।
৫। সমাজে ____________ জন্য দরকার সহনশীলতা।

২০২৫

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। শ্রদ্ধা ধর্মের	অপরিহার্য।
২। সহনশীলতা সমাজের জন্য	অশান্তি।
৩। সহনশীলতার অভাবে সৃষ্টি হয়	প্যাগোডা।
৪। বৌদ্ধরা মন্দিরকে বলে	তিতিক্ষা।
৫। সহনশীলতার অপর নাম	অঙ্গ।
	দয়া।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। শ্রদ্ধা মানে —

ক. দয়া করা
খ. মায়া দেখানো
গ. সম্মান জানানো
ঘ. করুণা করা

২। সহনশীলতা না থাকলে কী বিনষ্ট হয়?

ক. শৃঙ্খলা
খ. সরলতা
গ. মানবতা
ঘ. সামাজিকতা

৩। উপাসনার জন্য খ্রিষ্টানেরা যায় —

ক. মন্দিরে
খ. গির্জায়
গ. মঠে
ঘ. মসজিদে

৪। সহনশীলতার প্রয়োজন কেন?

ক. যশের জন্য
খ. ধন-সম্পদের জন্য
গ. শিক্ষার জন্য
ঘ. ঐক্যের জন্য

৫। সহনশীলতার মধ্য দিয়ে আসে —

ক. সম্প্রীতি
খ. আনন্দ
গ. অশান্তির
ঘ. ধন-সম্পদ

২০২৪

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। শ্রদ্ধা ছাড়া কী অর্জন করা যায় না?
২। সহনশীলতার অর্থ কী?
৩। হিন্দুদের তিনটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম লেখ।
৪। সম্প্রীতি কাকে বলে?
৫। সহনশীলতার অভাবে কী ক্ষতি হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা কী?
২। সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা কী?
৩। সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে কীভাবে সম্প্রীতি গড়ে তোলা যায়?
৪। সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়ার উপকারিতা কী?
৫। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি সহনশীল হব কেন?

পঞ্চম অধ্যায়

ত্যাগ ও উদারতা

ত্যাগ

সাধারণভাবে ত্যাগ বলতে কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া বা বর্জন করা বোঝায়। বিশেষভাবে ত্যাগ মানে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ বা লাভের চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত থাকা। ত্যাগ একটি নৈতিক গুণ। কোনো-না-কোনোভাবে ত্যাগ না করলে সমাজ ও মানুষের মঙ্গল হয় না। ত্যাগী ব্যক্তি মানুষের ও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এই যে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করছি, এই স্বাধীনতার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। প্রাণ ত্যাগ সর্বোচ্চ ত্যাগ। প্রাণ ত্যাগ ছাড়াও আমরা নানাভাবে ত্যাগের পরিচয় দিতে পারি। অন্যের মঙ্গলের জন্য, সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য, সকলের ভালোর জন্য ত্যাগ স্বীকার করাও ধর্ম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ত্যাগের মহিমার কথা খুবই গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে।

আমার জীবন থেকে ত্যাগের ঘটনার দুইটি উদাহরণ নিচের ছকে লিখি :

১।
২।

উদারতা

ত্যাগের মতো উদারতাও একটি নৈতিক গুণ। সকল মানুষকে সমান মনে করার নাম উদারতা। উদার ব্যক্তি কাউকে ছোট বা বড় মনে করেন না। তাঁর কাছে ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল সকলেই সমান। উদার ব্যক্তির কাছে আপন-পরে কোনো ভেদ থাকে না। সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি আপন মনে করেন। তাই তো বলা হয়েছে — ‘উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।’ এর মানে হলো – উদার ব্যক্তির কাছে পৃথিবীর সকলেই আত্মীয়। মোটকথা উদারতা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

ত্যাগ ও উদারতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। উদার না হলে ত্যাগী হওয়া যায় না।

পুরাকালে একজন মুনি পরের জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করে চরম উদারতার পরিচয় রেখে গেছেন। এখন আমরা সেই উপাখ্যানটি শুনব।

২০২৫

দধীচি মুনির ত্যাগ ও উদারতা

অনেক অনেক কাল আগের কথা। নৈমিষারণ্য নামে একটি বিখ্যাত তপোবন ছিল। সেখানে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করতেন। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে এসে শিক্ষা লাভ করত।

সেই নৈমিষারণ্যে দধীচি নামে এক মুনি বাস করতেন। কঠোর সাধনা করতেন তিনি। আর সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করতেন।

সে সময় বৃত্র নামে এক অসুর খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তদুপরি দেবতা শিবকে কঠোর সাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করে তিনি একটি বর আদায় করে নেন। দেবতারা কারও প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হলে তাকে বর দেন। তা সে দেব, মানব, দানব – যেই হোক। বৃত্র শিবের কাছ থেকে যে বরটি পেয়েছিলেন তা হলো — দেবতা বা অসুরদের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে না।

দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্র ও দধীচি

২০২৬

শিবের বর পেয়ে বৃত্রাসুর আরও প্রবল হয়ে উঠলেন। তিনি দেবতাদের স্বর্গরাজ্য জয় করে নিলেন। সেখান থেকে দেবরাজ ইন্দ্রসহ সকল দেবতাকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতাদের নিয়ে গেলেন শিবের কাছে। শিব তখন তাঁদের বললেন, 'তোমরা বিষ্ণুলোকে যাও। সেখানে বিষ্ণু তোমাদের উপযুক্ত পরামর্শ দেবেন।'

শিবের কথা মতো দেবতারা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। তাঁরা বিষ্ণুর স্তব করলেন। দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হলেন বিষ্ণু। তিনি দেবতাদের বললেন, 'তোমরা নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে যাও। তাঁর উদারতায় তোমাদের মঙ্গল হবে।'

তখন বিষ্ণুর পরামর্শ অনুসারে দেবতাদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে গেলেন।

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র কার কার কাছে গিয়েছিলেন? ধারাবাহিকভাবে নামগুলো নিচের ছকে লিখি :

সব শুনে দধীচি মুনি বললেন, 'শিবের বরে বলীয়ান বৃত্রাসুরকে কোনো অস্ত্র দিয়ে বধ করা যাবে না। তাই অন্য উপায় বের করতে হবে।'

একটু ভেবে বললেন, 'আমি একটি উপায় বের করেছি।'

ইন্দ্র বললেন, 'কী উপায় মুনিবর?'

দধীচি বললেন, 'আমি দেহত্যাগ করব।'

'মুনিবর!' দেবতারা আঁতকে উঠলেন।

দধীচি বললেন, 'শুনুন দেবরাজ, এ নশ্বর দেহ তো একদিন বিনষ্ট হবেই। আপনাদের মঙ্গলের জন্য আজই না হয় তাকে ব্যবহার করি। আমি দেহত্যাগ করলে আমার হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করুন। তারপর তা দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করুন। হাড় তো কোনো প্রচলিত অস্ত্র নয়।'

তারপর দধীচির দেহের হাড় দিয়ে দেবতাদের প্রকৌশলী বিশ্বকর্মা বজ্র তৈরি করলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করলেন। পুনরুদ্ধার করলেন স্বর্গরাজ্য।

দধীচি মুনির এই ত্যাগ ও উদারতার কথা আজও অমর হয়ে আছে।

আমরাও মানুষ ও সমাজের মঙ্গালের জন্য নানাভাবে ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিতে পারি।

ধরা যাক, আমার একজন সহপাঠী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। জন্ম থেকে তার একটি পায়ে সমস্যা। হাঁটতে-চলতে কষ্ট হয়। আমি রোজ তাকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে আসি এবং সঙ্গে করে নিয়ে যাই। এতে আমাকে একটু আগে বাড়ি থেকে রওনা হতে হয়। এই যে বাড়ি থেকে আগে রওনা হই, এর মধ্য দিয়ে ত্যাগ প্রকাশ পায় আর সহপাঠীকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পায়, তারই নাম উদারতা।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ত্যাগ একটি ___________ গুণ।
২। ত্যাগ ___________ অঙ্গ।
৩। উদারতাও একটি নৈতিক ___________।
৪। ___________ মুনি ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।
৫। আমরা নানাভাবে ___________ পরিচয় দিতে পারি।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ত্যাগী ব্যক্তি	পৃথিবী।
২। বসুধা মানে	এক।
৩। পৃথিবীর সকল মানুষ	রাজ্য।
৪। দধীচি মুনি ত্যাগ করেছিলেন	ধার্মিক।
৫। ত্যাগ ও উদারতা একটি	প্রাণ।
	নৈতিক গুণ।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। মুক্তিযোদ্ধারা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন —

ক. দেশের জন্য　　খ. যশের জন্য
গ. টাকার জন্য　　ঘ. স্বর্গের জন্য

২০২৪

২। উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন —

ক. বৃত্র
খ. ইন্দ্র
গ. চন্দ্র
ঘ. দধীচি

৩। কে বৃত্রাসুরকে বর দিয়েছিলেন?

ক. শিব
খ. বিষ্ণু
গ. ইন্দ্র
ঘ. দুর্গা

৪। আমরা উদার হব কেন?

ক. লোকে ভালো বলবে
খ. অনেক টাকা পাব
গ. সমাজের মঙ্গল হবে
ঘ. নিজের আনন্দের জন্য

৫। দধীচির হাড় দিয়ে কী বানানো হয়েছিল?

ক. ধনুক
খ. বজ্র
গ. বর্শা
ঘ. খড়্গ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। ত্যাগী কে?
২। উদারতা বলতে কী বোঝায়?
৩। দেবরাজ ইন্দ্র কেন শিবের কাছে গিয়েছিলেন?
৪। পৃথিবীর সবাই কার আত্মীয় হয়ে যায়?
৫। দধীচির আত্মত্যাগে কিসের পরিচয় পাওয়া যায়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ত্যাগ কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।
২। 'উদারতা ধর্মের অঙ্গ' — উদাহরণসহ এ কথাটি ব্যাখ্যা কর।
৩। দেবতারা স্বর্গরাজ্য হারিয়েছিলেন কেন?
৪। দেবতারা কীভাবে বৃত্রাসুরের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন?
৫। দধীচি মুনি কীভাবে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিজ্ঞা রক্ষা

প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ কথা দেওয়া। শপথ করা। প্রতিজ্ঞা করলে তা রক্ষা করা কর্তব্য। কারণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা ধর্মের একটি অঙ্গ। এটি একটি মহৎ গুণ। যাঁরা ভালো মানুষ বা ধার্মিক, তাঁরা সর্বদা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেন। তাঁরা কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। নিজের ক্ষতি হলেও না। তাই আমরাও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে ধর্ম পালন করব। নিম্নে প্রতিজ্ঞা রক্ষার একটি গল্প বলছি।

রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা

এক দেশে ছিলেন এক রাজা। তিনি একদিন বিকেলে তাঁর প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় দেখলেন — এক লোক কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। মাথায় একটা ঝুড়ি।

রাজা এক কর্মচারীকে দিয়ে তাকে ডাকালেন। লোকটি এলো। কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘মহারাজ, আমি এক ঝুড়ি কাঁচা পেঁপে এনেছিলাম আপনার বাজারে। কিন্তু কেউ কিনল না। তাই পরিবার নিয়ে আজ আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে।’

রাজা ভাবলেন, ‘তাই তো! পেঁপে বিক্রি করে সেই টাকায় এ চাল-ডাল কিনত। পরিবার নিয়ে খেত। এখন কী হবে?’

রাজা কিছুক্ষণ ভাবলেন, কী করা যায়? তারপর কর্মচারীকে বললেন, ‘ওর সব পেঁপে কিনে রেখে রাজকোষ থেকে টাকা দিয়ে দিতে বলো।’ কর্মচারী তা-ই করল। লোকটি রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে চাল-ডাল কিনে মনের আনন্দে বাড়ি গেল।

এরপর রাজা ভাবলেন, ‘এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান কী?’ কেউ যদি বাজারে তার জিনিস বিক্রি করতে না পারে, তাহলে তার চলবে কী করে? অনেক ভেবে রাজা পরের দিন ঘোষণা দিলেন, ‘আজ থেকে আমার বাজারে বিক্রির জন্য আনা কোনো জিনিস অবিক্রীত থাকবে না। কেউ না কিনলে আমি কিনে নেব।’

এরপর থেকে বাজারে অনেক লোকজন আসতে লাগল। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসত। যা অবিক্রীত থাকত তা রাজা কিনে নিতেন।

রাজা, ধর্মদেব এবং অন্যান্য দেব-দেবী

একদিন এক কুম্ভকার এলেন একটা অলক্ষ্মীর মূর্তি নিয়ে। কিন্তু এ মূর্তি কেউ কিনল না। কারণ অলক্ষ্মী ঘরে নিলে সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না। তাতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। শেষে কুম্ভকার এলেন রাজার কাছে। রাজা অলক্ষ্মীর মূর্তিটি কিনে ঘরে যত্ন করে রেখে দিলেন। মন্ত্রীসহ সকলেই এতে বাধা দিলেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না।

এদিকে অলক্ষ্মীর মূর্তি থাকায় লক্ষ্মী দেবী রাজবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। একে একে কার্ত্তিক, গণেশ, সরস্বতী সব দেবতাই চলে গেলেন। তাঁদের দেখাদেখি ধর্মদেবও যেতে লাগলেন। তখন রাজা তাঁকে বললেন, 'ধর্মদেব, আপনি যাচ্ছেন কেন?'

ধর্মদেব বললেন, 'মহারাজ, সব দেবতা চলে গেলে আমি থাকি কী করে?'

রাজা বললেন, 'ধর্মদেব, আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছি। প্রতিজ্ঞা পালন করা ধর্মের কাজ। তাই আমি অলক্ষ্মীর মূর্তি ক্রয় করেছি। আমি ধর্মের কাজ করেছি। সুতরাং অন্য সবাই গেলেও আপনি তো যেতে পারেন না।'

রাজার কথায় ধর্মদেব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আর গেলেন না। তিনি তাঁর জায়গায় থাকলেন। তখন অন্যসব দেব-দেবীও ফিরে এলেন। এভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে রাজা ধর্ম পালন করলেন।

রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা গল্পটির তিনটি চরিত্রের নাম নিচের ছকে লিখি:

১।
২।
৩।

রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা গল্প থেকে আমরা এই নীতি শিক্ষা পাই যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ধর্মের অঙ্গ। নিজের ক্ষতি হলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। আর যিনি অন্তর দিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, দেবতারাও তাঁর সহায় হন। অন্যদিকে প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করা রাজার কর্তব্য। কোনো প্রজা কষ্টে থাকলে তাতে রাজারই বদনাম হয়। এই নীতিশিক্ষাগুলো আমরা সব সময় মনে রাখব এবং আমাদের জীবনে প্রয়োগ করব। আর সব সময় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। প্রতিজ্ঞা রক্ষা ____________ একটি অঙ্গ।
২। ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা ____________ রক্ষা করেন।
৩। কুম্ভকার একটি ____________ মূর্তি নিয়ে এলেন।
৪। ____________ পালন করা ধর্মের কাজ।
৫। প্রজাদের ____________ কথা চিন্তা করা রাজার কর্তব্য।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ	ধর্মের একটি অঙ্গ।
২। প্রতিজ্ঞা রক্ষা	ধার্মিক হওয়া যায়।
৩। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে	রাজার বদনাম হয়।
৪। ধার্মিক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা	ভঙ্গ করেন না।
৫। প্রজারা কষ্টে থাকলে	কথা দেওয়া।
	রাজার সম্মান বাড়ে।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ কী?

ক. স্মরণ করা　　খ. ভঙ্গ করা
গ. রক্ষা করা　　ঘ. শপথ করা

২। লোকটি কী নিয়ে বাজারে এসেছিল?

ক. পেঁপে　　খ. কলা
গ. আম　　ঘ. বেগুন

৩। কুম্ভকার কী নিয়ে বাজারে এসেছিল?

ক. গণেশের মূর্তি　　খ. অলক্ষ্মীর মূর্তি
গ. লক্ষ্মীর মূর্তি　　ঘ. কালীর মূর্তি

৪। বাজারে অবিক্রীত মালামাল কে ক্রয় করতেন ?

ক. জমিদার খ. প্রজা
গ. রাজা ঘ. মন্ত্রী

৫। রাজা কী রক্ষা করেছিলেন ?

ক. প্রতিজ্ঞা খ. চরিত্র
গ. সম্মান ঘ. রাজ্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। প্রতিজ্ঞা বলতে কী বোঝায় ?
২। কারা সর্বদা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেন ?
৩। বাজারে অবিক্রীত মালামাল কে এবং কেন ক্রয় করেন ?
৫। দেবতারা রাজার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন ?
৬। ধর্মদেব রাজার কথায় সন্তুষ্ট হলেন কেন ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে কী হয় তা বুঝিয়ে লেখ।
২। লোকটি কাঁদছিল কেন ? রাজা তার জন্য কী করলেন ?
৩। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রাজা কী করেছিলেন ?
৪। লক্ষ্মী দেবীসহ অন্যান্য দেব-দেবী রাজার বাড়ি ফিরে এসেছিলেন কেন ?
৫। 'রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা' গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই ?
৬। 'রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা' গল্প অবলম্বনে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুজনে ভক্তি

‘গুরু’ শব্দের সাধারণ অর্থ যিনি সম্মানে ও বয়সে বড়। অর্থাৎ, যাঁরা আমাদের চেয়ে বয়সে বড়, তাঁরাই আমাদের গুরুজন। শাস্ত্র অনুসারে যিনি জ্ঞান দান করেন তিনিই গুরু। আমাদের অনেক গুরুজন আছেন। তবে পাঁচজন হচ্ছেন বিশেষ গুরু। তাঁদের একসঙ্গে বলা হয় পঞ্চগুরু। তাঁরা হলেন — পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিক্ষক ও দীক্ষাদাতা। এঁদের মধ্যে আবার মহাগুরু হলেন দুইজন — পিতা ও মাতা।

গুরুজনেরা সব সময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। আমাদের সৎপথে চলার উপদেশ দেন। ধর্মপথে নিয়ে যান।

আমাদের জীবনে গুরুর প্রয়োজন অনেক। শাস্ত্রে পিতা-মাতার স্থান অনেক উঁচুতে। পিতাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে — ‘পিতা স্বর্গঃ’। আর মাতাকে বলা হয়েছে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ — ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’। মায়ের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। তিনি আমাদের জন্ম দেন। লালন-পালন করেন। পিতাও আমাদের লালন-পালন করেন। উভয়েই আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আমাদের গুরুজন। পিতার অবর্তমানে তিনিই আমাদের লালন-পালন করেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। তাই তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁর উপদেশ মেনে চলতে হবে।

শিক্ষক আমাদের জ্ঞানের আলো দেন। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ তা তিনি বোঝান। তাঁর শিক্ষায় আমাদের জীবন সুন্দর হয়। তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁর উপদেশ আমরা মেনে চলব এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করব।

দীক্ষাদাতা আমাদের মন্ত্র দান করেন। ধর্মশিক্ষা দেন। কোনটি ধর্ম, কোনটি অধর্ম তা বুঝিয়ে দেন। অধর্ম থেকে আমাদের ধর্মের পথে নিয়ে যান। তিনি ঈশ্বর লাভের পথ দেখান।

পঞ্চগুরু আমাদের শুভ কামনা করেন। তাই তাঁদেরকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। এতে তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করবেন। তাঁদের আশীর্বাদে আমাদের মঙ্গল হবে। এখানে আরুণির গুরুভক্তির কাহিনীটি বলছি।

আরুণির গুরুভক্তি

অনেক কাল আগের কথা। তখন ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকে লেখাপড়া করত। সেই সময় ধৌম্য নামে একজন আচার্য বা শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছিল তিনজন শিষ্য বা ছাত্র — আরুণি, উপমন্যু এবং বেদ।

একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছে। গুরু আরুণিকে ডেকে বললেন, ‘জমি থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি গিয়ে জমির আল বেঁধে এসো।’ গুরুর আদেশে আরুণি চলে গেল জমির আল বাঁধতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও জল আটকাতে পারছিল না। আরুণি অন্য কোনো উপায়ও খুঁজে পেল না। শেষে নিজেই ভাঙা আলের উপর শুয়ে পড়ল। জল বেরিয়ে যাওয়া

জমির আলবন্ধনে আরুণি

বন্ধ হলো। এদিকে সূর্য ডুবে গেছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু আরুণি ফিরছে না। গুরু ধৌম্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আরুণির খোঁজে বের হলেন। সঙ্গে গেল দুই শিষ্য। উপমন্যু ও বেদ।

গুরু জমির কাছে গেলেন। উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বললেন, ‘বৎস আরুণি, তুমি কোথায় ?’ গুরুর ডাক শুনে আরুণি বলল, ‘গুরুদেব, আমি এখানে। জমির আলে শুয়ে আছি।’ গুরু বললেন, ‘উঠে এসো।’ আরুণি গুরুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করল। তারপর সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। আরুণির কথা শুনে গুরু খুব খুশি হলেন। তিনি তাকে গুরুভক্তির জন্য আশীর্বাদ করলেন। বললেন, ‘তোমার সমস্ত বিদ্যা অর্জিত হবে। এবার তুমি দেশে ফিরে যাও। আর তুমি জমির আল থেকে উঠে এসেছ। তাই তোমার নতুন নাম হবে উদ্দালক।’ গুরুর আশীর্বাদ পেয়ে আরুণি নিজের দেশ পঞ্চালে ফিরে গেল।

‘আরুণির গুরুভক্তি’ গল্প থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, গুরুজনকে ভক্তি করতে হবে। তাঁদের আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে। ভক্তি ছাড়া জীবনে সফল হওয়া যায় না। ভক্তিভরে যেকোনো কাজ করলে তাতে সফল হওয়া যায়। আর যথার্থ ভক্তি করলে গুরুজনেরাও খুশি হন। তখন তাঁরা প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। তাতে শিষ্যের মঙ্গল হয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। পাঁচজন গুরুর নাম	
২। আরুণির গুরু	
৩। মাতা স্বর্গের চেয়েও	

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। সকলের জীবনে ___________ প্রয়োজন অনেক।

২। ___________পিতা–মাতার স্থান অনেক উঁচুতে।

৩। জননী জন্মভূমিশ্চ ___________গরীয়সী।

৪। শিক্ষক আমাদের ___________আলো দেন।

৫। ___________ঈশ্বর লাভের পথ দেখান।

৬। পঞ্চগুরু আমাদের ___________কামনা করেন।

২০২৩

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। গুরু আমাদের	পাঁচজন।
২। বিশেষ গুরু	মহাগুরু।
৩। ভক্তি ছাড়া জীবনে	উদ্দালক।
৪। আরুণির নতুন নাম হলো	মঙ্গল করেন।
৫। পিতা ও মাতা হলেন	সফলতা আসে না।
	উপমন্যু।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। ‘গুরু’ শব্দের সাধারণ অর্থ কী?

ক. যিনি বয়সে বড়   খ. যিনি বয়সে সমান
গ. যিনি বয়সে ছোট   ঘ. যিনি রাজা

২। মহাগুরু কে?

ক. শিক্ষক   খ. পিতা
গ. রাজা   ঘ. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

৩। ভক্তি করলে কী হয়?

ক. সফল হওয়া যায়   খ. সম্মান পাওয়া যায়
গ. জীবন সুন্দর হয়   ঘ. আনন্দ পাওয়া যায়

৪। আচার্য ধৌম্যের কয়জন শিষ্য ছিল?

ক. ১ জন   খ. ২ জন
গ. ৩ জন   ঘ. ৪ জন

৫। গুরুর আদেশে জমির আল বেঁধেছিল কে?

ক. উপমন্যু   খ. বেদ
গ. প্রহ্লাদ   ঘ. আরুণি

২০২৪

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। গুরু কে?
২। গুরুজন আমাদের জন্য কী করেন?
৩। শাস্ত্রে পিতা-মাতাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
৪। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি আমাদের কর্তব্য কী?
৫। ধৌম্য কে ছিলেন? তাঁর কয়জন শিষ্য ছিল? তাদের নাম লেখ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। পঞ্চগুরু বলতে কাদের বোঝায়?
২। শিক্ষক আমাদের কী করেন?
৩। গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৪। গুরুর আদেশ পালনের জন্য আরুণি কী করেছিল?
৫। উদ্দালক কে? তার এরূপ নামকরণের কারণ কী?
৬। আরুণি কে ছিল? আরুণির উপাখ্যানটি সংক্ষেপে লেখ।
৭। আরুণির গুরুভক্তি গল্পটি থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

সপ্তম অধ্যায়

স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্যরক্ষা

আমরা তৃতীয় শ্রেণিতে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে জেনেছি। শরীর সুস্থ থাকার নামই স্বাস্থ্য। ধর্মচর্চা করতে গেলে শরীর অবশ্যই সুস্থ রাখতে হবে। কারণ অসুস্থ শরীরে ধর্মশিক্ষা হয় না। শরীরের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শরীর সুস্থ না থাকলে মনও সুস্থ থাকে না। আর অসুস্থ মনে ধর্মের কথা চিন্তা করা যায় না। কোনো কাজই ঠিকমতো করা যায় না। শরীর সুস্থ রাখতে হলে নিয়মিত ও পরিমিত আহার গ্রহণ করতে হবে। হাত-পায়ের নখ ছোট রাখতে হবে। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতে হবে। সপ্তাহে অন্তত একবার গায়ে সাবান দিতে হবে। মাথার চুল ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। মেয়েদের লম্বা চুলও নিয়মিত সাবান দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। বাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বসবাসের ঘরে যাতে প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সর্বদা হাসি-খুশি থাকতে হবে। খারাপ চিন্তা করা যাবে না। খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না। তাতে মন খারাপ হয়ে যায়। আর মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হয়ে যায়।

নিয়মিত খেলাধুলা করতে হবে। তাতে শরীরে রক্ত চলাচল সঠিকভাবে হবে। শরীরও সুস্থ থাকবে। এভাবে চললে শরীর-মন উভয়ই সুস্থ থাকবে। ফলে সব কাজ সুন্দরভাবে করা যাবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন বসবে। তারা সঠিকভাবে ধর্মচর্চাও করতে পারবে। অনৈতিক কাজে তারা উৎসাহিত হবে না।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। শরীর সুস্থ থাকলে	
২। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত	
৩। শরীর সুস্থ থাকলে সব কাজ	

২০২৩

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। শরীর সুস্থ থাকার নামই ____________ ।
২। মাথার চুল ছোট ও ____________ রাখতে হবে।
৩। শরীরের সঙ্গে ____________ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।
৪। মন খারাপ হলে ____________ খারাপ হয়।
৫। নিয়মিত ____________ করতে হবে।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। নিয়মিত ও পরিমিত	মেলামেশা করা যাবে না।
২। মাথার চুল ছোট ও	থাকতে হবে।
৩। খারাপ লোকের সঙ্গে	আহার গ্রহণ করতে হবে।
৪। সর্বদা হাসি-খুশি	রক্ত চলাচল সঠিকভাবে হয়।
৫। নিয়মিত খেলাধুলা করলে শরীরে	পরিষ্কার রাখতে হবে।
	শরীর শক্ত হয়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। শরীর সুস্থ রাখার জন্য কীভাবে খেতে হবে?

ক. ইচ্ছেমতো   খ. অল্প অল্প
গ. নিয়মিত ও পরিমিত   ঘ. বেশি বেশি

২। হাত-পায়ের নখ ছোট রাখতে হবে কেন?

ক. দেখতে সুন্দর লাগবে   খ. গায়ে আঁচড় লাগবে না
গ. ধাক্কা লেগে ভেঙে যাবে না   ঘ. ময়লা ঢুকবে না

৩। শরীরের সঙ্গে কার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে?

ক. মনের   খ. পোশাকের
গ. সৌন্দর্যের   ঘ. মস্তিষ্কের

২০২৫

৪। মন খারাপ হলে কী খারাপ হয়?

ক. সৌন্দর্য　　খ. শরীর
গ. পরিবেশ　　ঘ. কাজ

৫। নিয়মিত খেলাধুলা করলে কী হয়?

ক. শরীর গঠিত হয়　　খ. মন ভালো হয়
গ. সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করে　　ঘ. পড়ায় মন বসে

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। স্বাস্থ্য কাকে বলে?
২। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে কেন?
৩। মাথার চুল কেমন রাখতে হবে?
৪। অসুস্থ শরীরে ধর্মচর্চা হয় না কেন?
৫। মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হয় কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে ধর্মচর্চার সম্পর্ক কী?
২। স্বাস্থ্যরক্ষার চারটি উপায় বর্ণনা কর।
৩। বসতঘরে প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করা প্রয়োজন কেন?
৪। খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না কেন?
৫। স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আসন

আসন হলো যোগব্যায়ামের বিভিন্ন পদ্ধতি। যোগব্যায়াম শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এতে শরীর সুস্থ থাকে এবং কর্মক্ষমতা বাড়ে। ধর্মচর্চা করতে গেলেও এ দুইটি বিধানের প্রয়োজন। এ কথা প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরাও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা যোগব্যায়ামের বিভিন্ন আসন ও মুদ্রা অভ্যাস করতে আরম্ভ করেন। আধুনিককালে যাঁরা এর প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইজন হলেন স্বামী কুবলয়ানন্দ ও শ্রীযোগেন্দ্র।

আসনের ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবল হয়। মাংসপেশির পুষ্টি সাধন হয়। বিভিন্ন আসনের বিভিন্ন ফল। যেমন – শীর্ষাসন মস্তিষ্কের জন্য উপকারী। স্নায়ুতন্ত্র আমাদের দেহযন্ত্রকে চালিত করে। মস্তিষ্ক হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। শীর্ষাসনের ফলে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত চলাচল করে। ফলে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। এমনিভাবে অন্যান্য আসনও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকার করে। নিম্নে বজ্রাসন ও পদহস্তাসনের বর্ণনা দেওয়া হলো।

বজ্রাসন

বজ্রাসন

এই আসনে দুই হাঁটু ভেঙে বসতে হয়। পায়ের পাতার উপরের পিঠ নরম কম্বলের উপর রাখতে হয়। শরীরের পশ্চাৎ ভাগ দুই গোড়ালির উপর রেখে সোজা হয়ে বসতে হয়। হাত দুইটি রাখতে হয় সোজা করে দুই হাঁটুর উপর। এই অবস্থায় গুহ্যদ্বার যাতে দুই গোড়ালির মাঝখানে থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

এই আসনটি প্রথম প্রথম করতে গেলে হাঁটুতে কিঞ্চিৎ ব্যথা হতে পারে।

পরে ঠিক হয়ে যায়। তবে হাঁটুতে কোনো সমস্যা থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে অভ্যাস করতে হবে।

এই আসন প্রথম প্রথম ৩০ সেকেন্ড করে ৪ বার অভ্যাস করতে হবে। এই আসনের ফলে দেহের নিম্নভাগের স্নায়ু ও পেশি বজ্রের মতো কঠিন ও মজবুত হয়। তাই এর নাম হয়েছে বজ্রাসন।

বজ্রাসন করলে সায়টিকা, পায়ের বাত ইত্যাদি হয় না। আহারের পরে এই আসন ৫/১০ মিনিট করলে ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হয়। অজীর্ণ রোগীদের আহারের পর এই আসন অভ্যাস করা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

পদহস্তাসন

এই আসনে প্রথমে পা-দুইটি জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর দম নিতে নিতে হাত দুইটি কানের সঙ্গে চেপে মাথার উপর তুলতে হবে। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনে বাঁকাতে হবে। এ অবস্থায় দু-হাতের তালু দু-পায়ের দু-পাশে মাটিতে থাকবে। আর কপাল হাঁটুতে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে দম নিতে হবে এবং ছাড়তে হবে। এই আসন করার সময় হাঁটু সোজা রাখতে হবে। প্রথম প্রথম হয়তো এ কাজ একটু কঠিন মনে হতে পারে। তবে কয়েক দিন অভ্যাস করলে ঠিক হয়ে যাবে।

সামর্থ্য অনুযায়ী ৫–১০ সেকেন্ড এভাবে থাকতে হবে। তারপর দম নিতে নিতে হাতসহ শরীর সোজা করে দাঁড়াতে

পদহস্তাসন

হবে। তারপর দম ছাড়তে ছাড়তে হাত দুইটি নামাতে হবে। এভাবে ৫/৬ বার অভ্যাস করার পর ১ মিনিট শবাসনে থাকতে হবে। এই আসন বিশেষ করে পদ ও হস্তের পেশি ও স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে। তাই এর নাম হয়েছে পদহস্তাসন।

এই আসনে তলপেটের সংকোচন হয়। ফলে পাকস্থলী, যকৃৎ, পাচনতন্ত্র, মূত্রাশয় ইত্যাদি পুষ্ট হয়। এতে কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ দূর হয়। এছাড়া ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বাড়ে এবং রক্তাল্পতা নিরাময় হয়।

সুতরাং আমরা নিয়মিত ব্যায়াম ও আসন অনুশীলন করি।

এসো, আমরা দলগতভাবে বজ্রাসন এবং তারপর পদহস্তাসনের অনুশীলন করি।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। আসনে শরীর সুস্থ থাকে এবং ____________ বাড়ে।

২। ____________ মস্তিষ্কের জন্য উপকারী।

৩। ____________ হাঁটু দুইটি ভেঙে বসতে হয়।

৪। পা দুইটি ____________ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

৫। ____________ ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ধর্মচর্চা করতে গেলে	রক্তাল্পতা দূর হয়।
২। আসন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের	উপকার করে।
৩। বজ্রাসনে ভুক্তদ্রব্য সহজে	পেশি ও স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে।
৪। আমরা নিয়মিত আসন	পরিপাক হয়।
৫। পদহস্তাসনে	অনুশীলন করব।
	শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকতে হয়।

২০২৩

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। শীর্ষাসন কিসের জন্য উপকারী?

ক. মস্তিষ্কের খ. চোখের
গ. হৃদপিণ্ডের ঘ. পাকস্থলীর

২। কোন আসনে দেহের নিম্নভাগের স্নায়ু ও পেশি বজ্রের মতো কঠিন হয়?

ক. পদ্মাসনে খ. বজ্রাসনে
গ. শীর্ষাসনে ঘ. বীরাসনে

৩। অজীর্ণ রোগীদের ক্ষেত্রে কোন আসন উপকারী?

ক. পদ্মাসন খ. গোমুখাসন
গ. চক্রাসন ঘ. বজ্রাসন

৪। পদহস্তাসনে একবারে কত সময় থাকতে হয়?

ক. ৫–১০ সেকেন্ড খ. ৮–১৩ সেকেন্ড
গ. ১১–১৬ সেকেন্ড ঘ. ১৪–১৯ সেকেন্ড

৫। কোন আসনে বহুমূত্র রোগ দূর হয়?

ক. বজ্রাসনে খ. চক্রাসনে
গ. পদহস্তাসনে ঘ. বৃক্ষাসনে

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। আধুনিককালে আসন ও মুদ্রা সম্পর্কে প্রচার করেছেন– এমন দুই জনের নাম লেখ।
২। বজ্রাসনে হাত দুইটি কীভাবে রাখতে হয়?
৩। বজ্রাসন একবারে কত সময় ও কত বার করতে হয়?
৪। পদহস্তাসন কত বার অভ্যাস করার পর শবাসন করতে হয়?
৫। পদহস্তাসনের এরূপ নাম হয়েছে কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আসনের প্রয়োজনীয়তা কী? বুঝিয়ে লেখ।
২। বজ্রাসনের প্রণালি বর্ণনা কর।
৩। বজ্রাসনের উপকারিতা বর্ণনা কর।
৪। পদহস্তাসনের প্রণালি ব্যাখ্যা কর।
৫। কেন আমরা পদহস্তাসন অনুশীলন করব?

২০২৫

অষ্টম অধ্যায়

দেশপ্রেম

নিজের দেশের প্রতি মানুষের রয়েছে গভীর ভালোবাসা, রয়েছে মমত্ববোধ। দেশের প্রতি এই ভালোবাসা ও মমত্ববোধই দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম বলতে বোঝায় দেশকে ভালোবাসা। দেশের মঙ্গল করা। দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা। দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তার প্রতিরোধ করা। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা।

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি মহৎ গুণ। প্রতিটি সৎ ও ধার্মিক মানুষ দেশকে ভালোবাসেন। দেশের জন্য কাজ করেন। এমনকি দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেন। প্রাচীনকালে অনেকে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। রামায়ণ থেকে এমনি একজন দেশপ্রেমিক রাজার কাহিনী বলছি।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। দেশপ্রেমিক দেশকে	
২। দেশের জন্য	
৩। দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকে	

কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম

পুরাকালে কার্তবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পূর্ণনাম কার্তবীর্যার্জুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক। রাজকার্য করতে করতে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ক্লান্তি দূর করা দরকার। তাই তিনি রাজধানী থেকে একটি নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। জায়গাটা খুব সুন্দর। চারপাশে বন। বনের মাঝে সুন্দর একটি রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের তিনদিকে বড় সরোবর। সরোবরগুলোতে অনেক পদ্ম ফুটে আছে। ঝিরঝির করে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়। এখানে এলে এমনিতেই ক্লান্তি দূর হয়। রাজা কার্তবীর্য সেখানে কিছুদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সে সময়ে লঙ্কার রাজা ছিলেন রাবণ। তিনি ছিলেন খুব অত্যাচারী। সুযোগ পেলেই তিনি অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতেন। যুদ্ধ করে সে রাজ্য দখল করে নিতেন। তিনি জানতে পারলেন, রাজা কার্তবীর্য রাজধানীতে নেই। এ সুযোগে তিনি কার্তবীর্যের রাজ্য আক্রমণ করলেন।

২০২৫

রাজা কার্তবীর্যকে জানানো হলো। তাঁর দেশ আক্রান্ত হয়েছে জেনে তিনি ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। তিনি দেরি করলেন না। তখনই রাজধানীতে ফিরে এলেন। সোজা চলে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। দুইপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হলো। একপক্ষ আক্রমণকারী ও দখলদার। আরেক পক্ষ আক্রান্ত ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ।

সৈন্যসহ কার্তবীর্য ও রাবণ যুদ্ধরত

কার্তবীর্য সৈন্যদের উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ‘সৈন্যগণ, পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন। প্রাণপণ যুদ্ধ কর। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর।’ কার্তবীর্যের কথায় সৈন্যদের উৎসাহ বেড়ে গেল। তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করল। যুদ্ধে কার্তবীর্যের জয় হলো। আর রাবণ হলেন পরাজিত।

পরাজয় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন রাবণ। কার্তবীর্য তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু এক শর্তে। শর্তটা হলো, রাবণ আর অন্যের রাজ্য আক্রমণ করবেন না। রাবণ মাথা নিচু করে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। দেশকে রক্ষা করলেন কার্তবীর্য। দেশপ্রেমিকরূপে কার্তবীর্য অমর হয়ে রইলেন।

আমরাও কার্তবীর্যের মতো দেশপ্রেমিক হব। সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তির ন্যায় আমাদের দেশকে ভালোবাসব। দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য কাজ করব। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। দেশের প্রতি ধার্মিক মানুষের রয়েছে গভীর ____________ ।
২। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি ____________গুণ।
৩। বনের মাঝে সুন্দর একটি ____________ ।
৪। রাবণ কার্তবীর্যের রাজ্য ____________ করলেন।
৫। পরাজিত হলে দেশ হবে ____________ ।
৬। আমরা কার্তবীর্যের মতো ____________ হব।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। দেশের প্রতি ভালোবাসাই	কাজ করব।
২। দেশপ্রেম	ভালোবাসেন।
৩। ধার্মিক মানুষ দেশকে	দেশপ্রেম।
৪। কার্তবীর্য নামে এক	ধর্মের অঙ্গ।
৫। দেশের উন্নতির জন্য	রক্ষা করব।
৬। দেশের স্বাধীনতাকে	ঋষি ছিলেন।
	রাজা ছিলেন।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। রাজা কার্তবীর্যের কাহিনী কোন গ্রন্থের অন্তর্গত ?

ক. মহাভারতের
খ. রামায়ণের
খ. পুরাণের
ঘ. উপনিষদের

২। রাজা কার্তবীর্য রাজধানী ছেড়ে গিয়েছিলেন কেন ?

ক. ক্লান্তি দূর করতে
খ. অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতে
গ. তীর্থভ্রমণ করতে
ঘ. বিদেশভ্রমণ করতে

৩। লঙ্কার রাজা কে ছিলেন?

ক. রাবণ　　খ. রাম
গ. কার্তবীর্য　　ঘ. দশরথ

৪। কার কথায় সৈন্যদল উৎসাহ পেয়েছিলেন?

ক. সেনাপতির　　খ. রাবণের
গ. কার্তবীর্যের　　ঘ. রামের

৫। যুদ্ধে কে পরাজিত হলেন?

ক. কার্তবীর্য　　খ. কর্ণ
গ. সেনাপতি　　ঘ. রাবণ

৬। কার্তবীর্য কী জন্য অমর হয়ে রইলেন?

ক. খ্যাতির জন্য　　খ. দেশপ্রেমের জন্য
গ. মেধার জন্য　　ঘ. অর্থের জন্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। দেশপ্রেম কাকে বলে?
২। কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ পায়?
৩। প্রত্যেক সৎ ও ধার্মিক মানুষ কী করেন?
৪। যুদ্ধের জন্য কার্তবীর্য সৈন্যদের কী বলেছিলেন?
৫। কার্তবীর্য রাবণকে ক্ষমা করলেন কেন?
৬। আমরা দেশকে ভালোবাসব কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের অন্যতম গুণ — ব্যাখ্যা কর।
২। রাবণ কে ছিলেন? তিনি সুযোগ পেলে কী করতেন?
৩। দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৪। কার্তবীর্য কে ছিলেন? তিনি কীভাবে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন?
৫। ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেমমূলক কোনো উপাখ্যান বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

মন্দির

মন্দির হলো দেবালয়। এখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে। মন্দিরে প্রতিদিন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা হয়। আমরা জানি, যেখানে দেব-দেবীর মূর্তি থাকে এবং পূজা-অর্চনা হয় তাকে মন্দির বলে।

দেব-দেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নাম হয়। যেমন — শিব মন্দির, কালী মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি। শিব মন্দিরে থাকে শিবের মূর্তি। কালী মন্দিরে থাকে কালীর মূর্তি। কৃষ্ণ মন্দিরে থাকে কৃষ্ণের মূর্তি। দুর্গা মন্দিরে থাকে দুর্গার মূর্তি। বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে।

নিজের দেখা একটি মন্দিরে কী কী দেখা হয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করি :

মন্দির পবিত্র স্থান। পুণ্য স্থান। মন্দির ধর্মক্ষেত্র ও তীর্থক্ষেত্ররূপেও পরিচিত। মন্দিরে গেলে দেহ-মন পবিত্র হয়। ভক্তরা মন্দিরে দেব-দেবীর দর্শন করতে যান। দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করেন। দেবতার উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করেন। দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা জানান। এতে তাদের পুণ্যলাভ হয়। মন্দিরে গেলে মনে ধর্মীয়ভাবের উদয় হয়। দেব-দেবী দর্শনে মনে ভক্তি আসে। তাই সকলেরই মন্দিরে গিয়ে দেব-দেবী দর্শন করতে হবে। মন্দিরে পূজা-অর্চনা করতে হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতে বড় বড় মন্দির আছে। যেমন — বাংলাদেশে ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির। দিনাজপুরের কান্তজি মন্দির। ভারতে কোলকাতার কালীঘাটের কালী মন্দির। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির। পুরীর জগন্নাথ মন্দির ইত্যাদি।

এখানে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পরিচিতি দেওয়া হলো :

২০২৪

পুরীর জগন্নাথ মন্দির

ভারতের উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত। এটি পুরীর সর্ববৃহৎ মন্দির। বঙ্গোপসাগরের তীরে এই মন্দির অবস্থিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথ মন্দিরটি পাথরের বিশাল উঁচুস্থানের উপর নির্মিত হয়। মন্দিরের প্রাচীরে চারটি দরজা রয়েছে – সিংহ দরজা, হস্তী দরজা, অশ্ব দরজা এবং ব্যাঘ্র দরজা। এ মন্দিরে ওঠার জন্য সিঁড়ির বাইশটি ধাপ পার হতে হয়। মন্দিরের দরজা ভোর পাঁচটায় খোলা হয় এবং দিনের শুরুতে ধর্মীয় সংগীতের মাধ্যমে মঙ্গল আরতি হয়।

যদিও এ মন্দিরের নাম জগন্নাথ মন্দির, কিন্তু জগন্নাথই একমাত্র দেবতা নন। তাঁর সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিও আছে। মূর্তি দর্শনে পুণ্যলাভ হয়। এই তিন দেবতা ঈশ্বরের ত্রিত্ব বা ত্রয়ী রূপ। প্রতিদিন এই মন্দিরে পূজা-অর্চনা, মহাভোগ ও আরতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন জগন্নাথ মন্দিরে অনেক ভক্ত আসেন।

মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা অত্যন্ত সুন্দর ভাস্কর্য রয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ সকলেই পেয়ে থাকেন। প্রধান মন্দিরের চারপাশে আরও ৩০টি মন্দির রয়েছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বছরে ১২টি পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। এ পার্বণগুলোর মধ্যে প্রধান হলো রথযাত্রা। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তিকে রথে তুলে রথযাত্রা হয়। পুরীর রথযাত্রা পৃথিবী বিখ্যাত। দেশ-বিদেশের বহুলোক রথের মেলায় আসেন। সুযোগ পেলে আমরাও পুরীর জগন্নাথ মন্দির দেখব।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। পুরীর সর্ববৃহৎ মন্দির	
২। মন্দিরের প্রাচীরে দরজার সংখ্যা	
৩। রথে যাদের মূর্তি তোলা হয়	

তীর্থক্ষেত্র

তীর্থক্ষেত্র হলো দেবতা বা মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত পবিত্র স্থান। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মনে ধর্মের ভাব জাগে। তীর্থে দেহ-মন পবিত্র হয়। তীর্থে গেলে পাপ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। মনে শান্তি আসে। কারও প্রতি হিংসা থাকে না। যজ্ঞ করলে পুণ্য হয়। দান করলে পুণ্য হয়। পূজা করলেও পুণ্য হয়। তীর্থে গেলে সকল পুণ্য একসঙ্গে লাভ হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতে অনেক তীর্থক্ষেত্র আছে। এ-সকল তীর্থক্ষেত্র দর্শনে অসংখ্য

তীর্থযাত্রী আসেন। চন্দ্রনাথ, লাঙলবন্দ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র।

চন্দ্রনাথ

চন্দ্রনাথ বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ অবস্থিত। পাহাড়ের উপরে চন্দ্রনাথের মন্দির। এর অপর নাম চন্দ্রনাথ ধাম। চন্দ্রনাথের নামে পাহাড়টির নাম হয়েছে চন্দ্রনাথ পাহাড়। চন্দ্রনাথ শিবের আরেক নাম। শিব চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রনাথে বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় দেশ-বিদেশের বহু লোকের সমাগম হয়। চন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই সুন্দর। এখানে গেলে মন পবিত্র হয়। সুযোগ পেলে আমরা চন্দ্রনাথ যাব।

চন্দ্রনাথ মন্দির

২০২২

রথযাত্রা

রথযাত্রা হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পৃথিবী বিখ্যাত। রথযাত্রার

পুরীর রথযাত্রা

দিনে পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও দেবী সুভদ্রাকে সুসজ্জিত রথে তুলে রথযাত্রা হয়। জগন্নাথের রথের ১৬টি চাকা থাকে এবং লাল ও হলুদ কাপড়ে রথের ছাদ সুন্দরভাবে মোড়ানো থাকে। ভক্তরা রথ টেনে নিয়ে যান। দেশ-বিদেশের বহুলোক পুরীর রথের মেলায় আসেন।

আমাদের দেশে হিন্দুরা মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব পালন করেন। ঢাকার অদূরে ধামরাইয়ে এখানকার সবচেয়ে বড় রথযাত্রা উৎসব হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে সেখানে বিরাট মেলা বসে। এছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানেও রথযাত্রা হয় ও রথের মেলা বসে। ভক্তরা পুণ্যলাভের আশায় রথ বা রথ টানার দড়ি স্পর্শ করেন। দড়ি ধরে রথ টানায় অংশগ্রহণ করেন। বহুলোক রথের মেলায় আসেন। রথে দেবতার মূর্তি দেখলে পুণ্য হয়। সুযোগ পেলে আমরা জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দেখব।

রথযাত্রার ছবিটি দেখে তার একটি বর্ণনা দিই :

জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে এ উৎসব পালিত হয়। দ্বাপর যুগের কথা। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাই এ দিনটি জন্মাষ্টমী নামে খ্যাত।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা এবং বৃন্দাবনে এ দিনটি অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্মাষ্টমীর দিনে নানাবিধ উৎসব পালিত হয়। নাচ, গানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই দিনে ভক্তরা উপবাস করে রাত্রে কৃষ্ণপূজা করেন। বাংলাদেশে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। এ উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় মিছিল বের হয়। মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী নৃত্য-গীতের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এ দিন সরকারি ছুটি থাকে। সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন ধর্মীয় আলোচনার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। সংবাদপত্রে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রেডিও-টেলিভিশন এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে।

জন্মাষ্টমীর মিছিল

জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করলে পাপমোচন ও পুণ্য অর্জিত হয়। এ ব্রত যাঁরা পালন করেন তাঁদের সৌভাগ্য লাভ হয়। পরকালে স্বর্গ লাভ হয়। আমরা সুযোগ পেলে জন্মাষ্টমীর মিছিলে যাব।

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র হিন্দুধর্মের প্রাচীনতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। মন্দিরের ভবন ও প্রতিমার নির্মাণ কৌশলের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের গৌরব প্রকাশ পায়। জন্মাষ্টমী ও রথযাত্রার মেলার মধ্যে একতার প্রকাশ ঘটে। অনেক কাল ধরে লালিত-পালিত এ-সকল মন্দির, তীর্থস্থান ও উৎসব হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য। ঐতিহ্য হলো অতীতের গৌরবের প্রকাশ। একই সাথে এগুলো সংস্কৃতিরও অঙ্গ। আমরা এ-সকল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। একে সমুন্নত রাখব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মন্দিরে গেলে দেহ-মন ____________ হয়।

২। পুরীতে ____________ মন্দির অবস্থিত।

৩। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে ____________ অবস্থিত।

৪। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে ____________ তিথিতে রথযাত্রা উৎসব হয়।

৫। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে তুলে ____________ হয়।

৬। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে ____________ উৎসব পালিত হয়।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। মন্দিরে প্রতিদিন দেব-দেবীর	জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত।
২। পুরীতে	চন্দ্রনাথ।
৩। বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র	পূজা-অর্চনা হয়।
৪। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা	শিবের আরেক নাম।
৫। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে	পৃথিবী বিখ্যাত।
৬। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান	মথুরা।
	জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। শিব মন্দিরে থাকে —

ক. কালীর মূর্তি খ. শিবের মূর্তি

গ. সরস্বতীর মূর্তি ঘ. দুর্গার মূর্তি

২। পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মিত হয় —

ক. একাদশ শতাব্দীতে খ. দ্বাদশ শতাব্দীতে

গ. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঘ. পঞ্চদশ শতাব্দীতে

২০২৫

৩। জগন্নাথ মন্দির কার তীরে অবস্থিত?

ক. গঙ্গার	খ. পদ্মার

গ. বঙ্গোপসাগরের	ঘ. ভারত মহাসাগরের

৪। জগন্নাথ মন্দিরে কয় জন দেবতার মূর্তি আছে?

ক. একজন	খ. দুইজন

গ. তিনজন	ঘ. চারজন

৫। চন্দ্রনাথ অবস্থিত —

ক. ঢাকার রমনায়	খ. চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে

গ. সিলেটে	ঘ. রাজশাহীতে

৬। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে পালিত হয় —

ক. রথযাত্রা	খ. রাসলীলা

গ. জন্মাষ্টমী	ঘ. দোলযাত্রা

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। জগন্নাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত?

২। চন্দ্রনাথ কোথায় অবস্থিত?

৩। চন্দ্রনাথে কোন তিথিতে মেলা বসে?

৪। কখন রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়?

৫। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে কোন উৎসব পালিত হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। মন্দির কাকে বলে?

২। ভক্তরা কেন মন্দিরে যান?

৩। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বর্ণনা দাও।

৪। চন্দ্রনাথের বর্ণনা দাও।

৫। রথযাত্রা উৎসব বর্ণনা কর।

৬। জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।

সমাপ্ত

২০২৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪র্থ - হিন্দুধর্ম

কারো মনে কষ্ট দিও না

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য